সপ্তদশ অধ্যায়

কথাসার—সেই বৎসর শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা দেখিয়া মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার জন্য স্থির করিলেন। শ্রীরামানন্দ ও শ্রীস্বরূপ বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যকে ও তৎসঙ্গী (ভৃত্য) একটী ব্রাহ্মণকে সঙ্গে দিলেন। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে কটকে যাত্রা করিয়া কটক দক্ষিণে রাখিয়া নির্জ্জন-বনপথে চলিলেন এবং বনপথে ব্যাঘ্র-হস্তী প্রভৃতিকে প্রেমে কৃষ্ণনাম গান করাইলেন। যেখানে গ্রাম পাইতেন, সেখানে ভিক্ষা করিয়া অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইত। গ্রামশূন্য (জনহীন) স্থলে সঞ্চিত-তণ্ডুল পাক হইত এবং বন্য-শাকাদি সংগৃহীত হইত। বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যের সুব্যবহারে প্রভু অত্যন্ত প্রীত হইলেন। এইরূপে ঝারিখণ্ডের বনপথে চলিয়া প্রভু বারাণসীধামে উপস্থিত হইলেন। মণি-কর্ণিকার ঘাটে স্নান করিবার সময় তপন মিশ্রের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎকার হইল। প্রভুকে তিনি নিজঘরে লইয়া গিয়া যত্ন করিয়া রাখিলেন। বারাণসীতে প্রভুর পূর্ব্বপরিচিত ভক্ত বৈদ্য-চন্দ্রশেখর (এক্ষণে) প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন। এক মহারাষ্ট্রীয়-ব্রাহ্মণ প্রভুর ব্যবহার দেখিয়া সন্ন্যাসিপ্রধান প্রকাশানন্দ-সরস্বতীকে তাহা কহিলে, তিনি প্রভুর অনেক নিন্দা করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ তাহাতে দুঃখিত হইয়া আসিয়া প্রভুকে সেই কথা বলিলে এবং প্রকাশানন্দাদি সন্ন্যাসিগণের মুখে 'কৃষ্ণনাম' না আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু তদুত্তরে মায়াবাদকে 'অপরাধ' বলিয়া নির্ণয় করিলেন এবং মায়াবাদীর সঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন। (অতঃপর প্রভু) কাশী হইতে প্রয়াগপথে মথুরায় উপস্থিত হইয়া শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য সানোড়িয়া-ব্রাহ্মণের ঘরে তাঁহাকে কৃপা করিয়া ভিক্ষা করিলেন। পরে শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশ-বনে মহাপ্রেমে প্রভু শারী-শুক-বার্ত্তা শ্রবণ করত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

বৃন্দাবন-পথে গমনকালে পশুপক্ষিগণকে কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানকারী কৃষ্ণচৈতন্য ঃ—

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ বনে ।
প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্নৃত্যান্ বিদধে কৃষ্ণজল্পিনঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শরৎকালে গমনেচ্ছু প্রভুর স্বরূপ-রায়সহ মন্ত্রণা ঃ—

শরৎকাল হৈল, প্রভুর চলিতে হৈল মতি ।
রামানন্দ-স্বরূপ-সঙ্গে নিভৃতে যুকতি ॥ ৩ ॥

"মোর সহায় কর যদি, তুমি দুই জন ।
তবে আমি যাঞা দেখি শ্রীবৃন্দাবন ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয়সঙ্গী না লইয়াই গমনেচ্ছা ঃ—

রাত্র্যে উঠি' বনপথে পলাঞা যাব ।
একাকী যাইব, কাহোঁ সঙ্গে না লইব ॥ ৫ ॥

কেহ যদি সঙ্গ লইতে পাছে উঠি' ধায় ।
সবারে রাখিবা, যেন কেহ নাহি যায় ॥ ৬ ॥

ভক্তের নিকট ভগবানের তৎপ্রসাদ-যাজ্ঞা ঃ—

প্রসন্ন হঞা আজ্ঞা দিবা, না মানিবা 'দুঃখ' ।
তোমা-সবার 'সুখে', পথে হবে মোর 'সুখ' ॥" ৭ ॥

স্বরূপ ও রায়ের প্রভুকে নিবেদন ঃ—

দুইজন কহে,—"তুমি ঈশ্বর 'স্বতন্ত্র' ।
যেই ইচ্ছা, সেই করিবা, নহ 'পরতন্ত্র' ॥ ৮ ॥

ভক্তের সুখেই ভগবৎপ্রীতি ঃ—

কিন্তু আমা-দুঁহার শুন এক নিবেদনে ।
'তোমার সুখে আমার সুখ'—কহিলা আপনে ॥ ৯ ॥

ভগবৎপ্রীতিতেই ভক্তসুখ ঃ—

আমা-দুঁহার মনে তবে বড় 'সুখ' হয় ।
এক নিবেদন যদি ধর, দয়াময় ॥ ১০ ॥

একজন বৈষ্ণব-বিপ্রকে সঙ্গে লইতে প্রার্থনা ঃ—

'উত্তম ব্রাহ্মণ' এক সঙ্গে অবশ্য চাহি ।
ভিক্ষা করি' ভিক্ষা দিবে, যাবে পাত্র বহি' ॥ ১১ ॥

বনপথে যাইতে নাহি 'ভোজ্যান্ন'-ব্রাহ্মণ ।
আজ্ঞা কর,—সঙ্গে চলুক বিপ্র একজন ॥" ১২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। বৃন্দাবন যাইতে যাইতে (পথিস্থিত) বনে ব্যাঘ্র, হস্তী, মৃগ ও পক্ষিদিগকে কৃষ্ণ-জল্পনায় প্রেমোন্মত্ত করত শ্রীগৌরচন্দ্র নৃত্য করাইয়াছিলেন।

১২। ভোজ্যান্ন-ব্রাহ্মণ—যাঁহার অন্ন ভোজ্য অর্থাৎ যাঁহার অন্নভোজনে দোষ নাই, এরূপ ব্রাহ্মণ।

অনুভাষ্য

১। গৌরঃ বৃন্দাবনং গচ্ছন্ (গন্তুঃ বহির্গতঃ সন্) বনে (ঝারি-খণ্ডারণ্যপথে) ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ (ব্যাঘ্রগজমৃগ-পক্ষ্যাদীন্) প্রেমোন্মত্তান্ (কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্টান্) সহ-উন্নৃত্যান্ (গৌরেণ সহ উদ্দণ্ডনৃত্যপরান্) কৃষ্ণজল্পিনঃ (কৃষ্ণকৃষ্ণেত্যুচ্চারিণঃ) বিদধে (কারিতবান্)।

প্রভুর নিজ কাহাকেও সঙ্গে লইতে অনিচ্ছা, মনোমত সঙ্গীর লক্ষণ-নির্দ্দেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"নিজ-সঙ্গী কাঁহো না লইব ।
একজনে নিলে, আনের মনে দুঃখ হইব ॥ ১৩ ॥
নূতন সঙ্গী হইবেক,—স্নিগ্ধ যাঁর মন ।
ঐছে যবে পাই, তবে লই 'এক' জন ॥" ১৪ ॥

স্বরূপের বলভদ্র ভট্ট ও তাঁহার জনৈক সঙ্গী ও ভৃত্য-বিপ্রকে নির্ব্বাচন ও সঙ্গে লইতে প্রার্থনা ঃ—

স্বরূপ কহে,—"এই বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য ।
তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড়, পণ্ডিত, সাধু, আর্য্য ॥ ১৫ ॥

প্রভুসঙ্গে কর্ম্মবুদ্ধিপ্রবল সরল বিপ্রকে আত্ম-শোধন-সুযোগ-প্রদান ঃ—

প্রথমেই তোমা-সঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে ।
ইঁহার ইচ্ছা আছে 'সর্ব্বতীর্থ' করিতে ॥ ১৬ ॥

বলভদ্র ও তৎসঙ্গী বিপ্রের কৃত্য নির্দ্দেশ ঃ—

ইঁহার সঙ্গে আছে বিপ্র এক 'ভৃত্য' ।
ইঁহো পথে করিবেন সেবা-ভিক্ষা-কৃত্য ॥ ১৭ ॥
ইঁহারে সঙ্গে লহ যদি, সবার হয় 'সুখ' ।
বন-পথে যাইতে তোমার কোন নাই 'দুঃখ' ॥ ১৮ ॥
সেই বিপ্র বহি' নিবে বস্ত্রাম্বুভাজন ।
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি' ভিক্ষাটন ॥" ১৯ ॥

প্রভুর স্বীকার ঃ—

তাঁহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল ।
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যে সঙ্গে করি' নিল ॥ ২০ ॥

রাত্রিতে জগন্নাথাজ্ঞা-গ্রহণ, রাত্রিশেষে গোপনে বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

পূর্ব্বরাত্রে জগন্নাথ দেখি' 'আজ্ঞা' লঞা ।
শেষ-রাত্রে উঠি' প্রভু চলিলা লুকাঞা ॥ ২১ ॥

প্রাতে বিরহ-ব্যাকুল ভক্তগণের প্রভুর অন্বেষণ ঃ—

প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া ।
অন্বেষণ করি' ফিরে ব্যাকুল হঞা ॥ ২২ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক ভক্তগণকে নিবারণ ও ভক্তগণের নিবৃত্তি ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি সবায় কৈল নিবারণ ।
নিবৃত্ত হঞা রহে সবে, জানি' প্রভুর মন ॥ ২৩ ॥

প্রভুর বনপথে গমন-বর্ণন ; প্রভুর কৃপায় পশুপক্ষিগণেরও উদ্ধার ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তি ঃ—

প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি' প্রভু উপপথে চলিলা ।
'কটক' ডাহিনে করি' বনে প্রবেশিলা ॥ ২৪ ॥
নির্জ্জন-বনে চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লঞা ।
হস্তী-ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুরে দেখিয়া ॥ ২৫ ॥
পালে-পালে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, শূকরগণ ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করিলা গমন ॥ ২৬ ॥
দেখি' ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহাভয় ।
প্রভুর প্রতাপে তারা এক পাশ হয় ॥ ২৭ ॥
একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন ।
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ ॥ ২৮ ॥
প্রভু কহে,—কহ 'কৃষ্ণ', ব্যাঘ্র উঠিল ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥
আর দিনে মহাপ্রভু করে নদীস্নান ।
মত্তহস্তীযূথ আইল করিতে জলপান ॥ ৩০ ॥
প্রভু জলে কৃত্য করে, আগে হস্তী আইলা ।
'কৃষ্ণ কহ' বলি' প্রভু জল ফেলি' মারিলা ॥ ৩১ ॥
সেই জলবিন্দু-কণা লাগে যার গায় ।
সেই 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' করে, প্রেমে নাচে, গায় ॥ ৩২ ॥
কেহ ভূমে পড়ে, কেহ করয়ে চিৎকার ।
দেখি' ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার ॥ ৩৩ ॥
পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন ।
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি' আইসে মৃগীগণ ॥ ৩৪ ॥
ডাহিনে-বামে ধ্বনি শুনি' যায় প্রভু-সঙ্গে ।
প্রভু তার অঙ্গ মুছে, শ্লোক পড়ে রঙ্গে ॥ ৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪। পূর্ব্বের ন্যায় আমার সঙ্গে কালা-কৃষ্ণদাস আদির যাইবার প্রয়োজন নাই ; পরন্তু স্নিগ্ধান্তঃকরণ কোন নূতন সঙ্গীকে লইতে পারি।

১৯। বস্ত্রাম্বুভাজন—বস্ত্র ও জলপাত্র ।

অনুভাষ্য

১৪-১৫। স্নিগ্ধ—(ভাঃ ১।১।৮)—"ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত" শ্লোকে 'স্নিগ্ধস্য'-শব্দের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ 'প্রেমবতঃ" লিখিয়াছেন।

অনুভাষ্য

২৬। মহাভাগবতের অদ্বয়জ্ঞানোপলব্ধিতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ ও তজ্জনিত ভয় বা হিংসার অভাবহেতু এবং নিজ-সেব্য-কৃষ্ণভজনে তাঁহার নিত্য অধিষ্ঠানহেতু সর্ব্বত্র কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ অর্থাৎ আত্মীয়-দর্শনফলে নিজ-ব্যতীত অপর কৃষ্ণসম্বন্ধিবস্তুগণের দ্বারাও তিনি প্রীতির পাত্র বা আত্মীয়রূপে গণিত হন, সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির অভাব বা হিংসার অবকাশ নাই। ঝারিখণ্ড-পথে প্রভুরও সর্ব্বদা মহাভাগবতোচিত 'ব্রজে কৃষ্ণান্বেষণ-চেষ্টা' লক্ষিত হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।১১)—

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্ত-বিচিত্রবেশম্ ।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ৩৬ ॥

হেনকালে ব্যাঘ্র তথা আইল পাঁচ-সাত ।
ব্যাঘ্র-মৃগী মিলি' চলে মহাপ্রভুর সাথ ॥ ৩৭ ॥

দেখি' মহাপ্রভুর 'বৃন্দাবন'-স্মৃতি হৈল ।
বৃন্দাবন-গুণ-বর্ণন শ্লোক পড়িল ॥ ৩৮ ॥

বৃন্দাবনে অদ্বয়-জ্ঞানের বিরোধী ভাব নাই ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৩।৬০)—

যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ নৃ-মৃগাদয়ঃ ।
মিত্রাণীবাজিতাবাস-দ্রুত-রুট্-তর্ষণাদিকম্ ॥ ৩৯ ॥

'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহ, করি' প্রভু যবে বলিল ।
'কৃষ্ণ' কহি' ব্যাঘ্র-মৃগ নাচিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥

নাচে, কান্দে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ-সঙ্গে ।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব্ব-রঙ্গে ॥ ৪১ ॥

ব্যাঘ্র-মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন ।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন ॥ ৪২ ॥

কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা ।
তা-সবাকে তাঁহা ছাড়ি' আগে চলি' গেলা ॥ ৪৩ ॥

ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুরে দেখিয়া ।
সঙ্গে চলে, 'কৃষ্ণ' বলি' নাচে মত্ত হঞা ॥ ৪৪ ॥

'হরিবোল' বলি' প্রভু করে উচ্চধ্বনি ।
বৃক্ষলতা—প্রফুল্লিত,সেই ধ্বনি শুনি' ॥ ৪৫ ॥

ঝারিখণ্ডে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমকে উদ্ধার বা কৃষ্ণভক্তি-প্রদান ঃ—

'ঝারিখণ্ডে' স্থাবর-জঙ্গম আছে যত ।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত ॥ ৪৬ ॥

যেই গ্রাম দিয়া যান, যাঁহা করেন স্থিতি ।
সে-সব গ্রামের লোকের হয় 'প্রেমভক্তি' ॥ ৪৭ ॥

প্রভুমুখে কীর্ত্তিত শ্রীনাম-শ্রবণকারীর কৃষ্ণভক্তিলাভ, তন্মুখে কীর্ত্তিত কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন-ধারায় লোকোদ্ধার ঃ—

কেহ যদি তাঁর মুখে শুনে কৃষ্ণনাম ।
তাঁর মুখে আন শুনে, তাঁর মুখে আন ॥ ৪৮ ॥

প্রভুর গমনপথে শ্রবণ-কীর্ত্তন-পারম্পর্য্যে সকলের বৈষ্ণবত্ব-লাভ ঃ—

সবে 'কৃষ্ণ' 'হরি' বলি' নাচে, কান্দে, হাসে ।
পরম্পরায় 'বৈষ্ণব' হইল সর্ব্বদেশে ॥ ৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৬। এই মূঢ়মতি হরিণীসকলই ধন্য, যেহেতু উহারা বিচিত্র-বেশ নন্দনন্দনকে পাইয়া এবং তাঁহার বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণসারদিগের সহিত প্রণয়াবলোকনদ্বারা পূজা করিয়াছিলেন।

৩৯। যে-স্থলে নর-ব্যাঘ্রাদি নিসর্গবশতঃ পরস্পর বিরুদ্ধচেষ্ট হইয়াও মিত্রভাবে একত্র বাস করে এবং কৃষ্ণের আরাম-(নিত্য-বিহার) স্থান বলিয়া ক্রোধ-তৃষ্ণাদি যে-ধামকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল, (ব্রহ্মা সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধাম দেখিতে পাইলেন)।

অনুভাষ্য

৩১। কৃত্য—স্নান এবং মন্ত্রজপ-স্মরণাদি।

৩৬। শরৎকাল উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ বনে-বনে বেণুনিনাদ-পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করায়, তাঁহার বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণসঙ্গ-কাম-ব্যাকুলা হইয়া গোপীগণের গীতি,—

হে সখি, মূঢ়মতয়ঃ (মূঢ়া বিবেকহীনা মতিঃ যাসাং তথা-ভূতাঃ) অপি (তির্য্যগ্‌জাতয়োঽপি) এতাঃ হরিণ্যঃ (মৃগ্যঃ) ধন্যাঃ (কৃতার্থাঃ সন্তি) স্ম,—যাঃ (হরিণ্যঃ) বেণুরণিতং (বেণুনাদম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) সহকৃষ্ণসারাঃ (কৃষ্ণসারৈর্মৃগৈঃ স্বপতিভিঃ সহিতাঃ এব) উপাত্তবিচিত্রবেশম্ (উপাত্তাঃ স্বীকৃতাঃ বিচিত্রাঃ বেশাঃ বনমালা-বর্হাপীড়া-গুঞ্জাবতংসাদিরূপাঃ যেন তং) নন্দ-নন্দনং [প্রতি] প্রণয়াবলোকৈঃ (প্রণয়সহিতৈঃ অবলোকনৈঃ) বিরচিতাং (ভূষিতাং) পূজাং দধুঃ (কৃতবত্যঃ)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৬। ঝারিখণ্ড—তন্নামক প্রসিদ্ধ বৃন্দাবন-গমন-পথে বন্য-প্রদেশবিশেষ (বর্ত্তমান আটগড়, ঢেঙ্কানল, আঙ্গুল, লাহারা, কিয়োঞ্ঝড়, বামড়া, বোনাই, গাঙ্গপুর, ছোটনাগপুর, যশপুর, সরগুজা প্রভৃতি পর্ব্বত-জঙ্গলময় রাজ্য)।

অনুভাষ্য

৩৯। ব্রজের গো-বৎস ও বৎসপালকগণকে হরণ করিয়া ব্রহ্মা ত্রুটীকাল-পরে পুনরায় ব্রজেই পরমৈশ্বর্য্য-বিশিষ্ট গো-বৎস ও বৎসপালকগণকে কৃষ্ণসহ ক্রীড়ারত দেখিয়া কৃষ্ণমায়ায় অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। পরে কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় মায়া-যবনিকা তুলিয়া লইলে ব্রহ্মা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই মহৈশ্বর্য্যময় শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিলেন,—

যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ (স্বাভাবিকাঽপ্রতিকার্য্য-বৈরবন্তোঽপি) নৃ-মৃগাদয়ঃ (নরাঃ সিংহাদয়ঃ) মিত্রাণি ইব সহ আসন্ (মিথঃ স্থিতবন্তঃ), [তথাভূতম্] অজিতবাস-দ্রুত-রুট্‌তর্ষণাদিকম্ (অজিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আবাসঃ সদাবস্থানং তেন নিজমহিম্না দ্রুতং পলায়িতং রুট্‌তর্ষণাদিকং ক্রোধলোভতৃষ্ণাদয়ঃ যস্মাৎ তথাভূতং —বৃন্দাবনমপশ্যদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ)।

বহিরঙ্গ-লোকের নিকট প্রেমচেষ্টা গোপন করিলেও প্রভুর দর্শন ও নাম-কীর্ত্তন-শ্রবণেই লোকের ভক্তি লাভ ঃ—

যদ্যপি প্রভু লোক-সংঘট্টের ত্রাসে ।
প্রেম 'গুপ্ত' করেন, বাহিরে না প্রকাশে ॥ ৫০ ॥
তথাপি তাঁর দর্শন-শ্রবণ-প্রভাবে ।
সকল দেশের লোক হইল 'বৈষ্ণবে' ॥ ৫১ ॥

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই লোকোদ্ধার সাধন ঃ—

গৌড়, বঙ্গ, উৎকল, দক্ষিণ-দেশে গিয়া ।
লোকের নিস্তার কৈল আপনে ভ্রমিয়া ॥ ৫২ ॥

ঝারিখণ্ডে নিতান্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ লোকেরও উদ্ধার-সাধন ঃ—

মথুরা যাইবার ছলে আসেন ঝারিখণ্ড ।
ভিল্লপ্রায় লোক তাঁহা পরম-পাষণ্ড ॥ ৫৩ ॥
নাম-প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার ।
চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝিতে শক্তি কার ॥ ৫৪ ॥

প্রভুর মহাভাগবতোচিত ব্রজলীলার উদ্দীপন ঃ—

বন দেখি' ভ্রম হয়—এই 'বৃন্দাবন' ।
শৈল দেখি' মনে হয়—এই 'গোবর্দ্ধন' ॥ ৫৫ ॥
যাঁহা নদী দেখে, তাঁহা মানয়ে—'কালিন্দী' ।
মহাপ্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি' ॥ ৫৬ ॥

ভট্টের প্রভু-সেবা ঃ—

পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য শাক-মূল-ফল ।
যাঁহা যেই পায়েন, তাঁহা লয়েন সকল ॥ ৫৭ ॥

পথে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণেরই প্রভু-সেবা ঃ—

যে-গ্রামে রহেন প্রভু, তথায় ব্রাহ্মণ ।
পাঁচ-সাত জন আসি' করে নিমন্ত্রণ ॥ ৫৮ ॥
কেহ অন্ন আনি' দেয় ভট্টাচার্য্য-স্থানে ।
কেহ দুগ্ধ, দধি, কেহ ঘৃত, খণ্ড আনে ॥ ৫৯ ॥

দৈক্ষ-ব্রাহ্মণগণের প্রভুসেবা ঃ—

যাঁহা বিপ্র নাহি, তাঁহা 'শূদ্রমহাজন' ।
আসি' সবে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ ॥ ৬০ ॥

বনপথে আহারাদির ব্যবস্থা ঃ—

ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য-ব্যঞ্জন ।
বন্য-ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন ॥ ৬১ ॥
দুই-চারিদিনের অন্ন রাখেন সংহতি ।
যাঁহা শূন্য বন, লোকের নাহিক বসতি ॥ ৬২ ॥
তাঁহা সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করে পাক ।
ফল-মূলে ব্যঞ্জন করে, বন্য নানা শাক ॥ ৬৩ ॥
পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য-ভোজনে ।
মহাসুখ পান, যে দিন রহেন নির্জ্জনে ॥ ৬৪ ॥

ভট্টের প্রভুসেবা ও তৎসঙ্গী প্রভুর বাহক ঃ—

ভট্টাচার্য্য সেবা করে, স্নেহে যৈছে 'দাস' ।
তাঁর বিপ্র বহে জলপাত্র-বহির্ব্বাস ॥ ৬৫ ॥

ঝরণায় প্রভুর ত্রিসন্ধ্যা-স্নান ও ইন্ধনাগ্নিতে শীত-নিরাবণ ঃ—

নির্ঝরেতে উষ্ণোদকে স্নান তিনবার ।
দুইসন্ধ্যা অগ্নিতাপ কাষ্ঠের অপার ॥ ৬৬ ॥

ভট্টকে প্রভুর পূর্ব্ব বৃন্দাবন-যাত্রা-বিবরণ বর্ণন ঃ—

নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জ্জনে গমন ।
সুখ অনুভবি' প্রভু কহেন বচন ॥ ৬৭ ॥
"শুন, ভট্টাচার্য্য,—আমি গেলাঙ বহু-দেশ ।
বনপথে দুঃখের কাঁহা নাহি পাই লেশ ॥ ৬৮ ॥
কৃষ্ণ—কৃপালু, আমায় বহুত কৃপা কৈলা ।
বনপথে আনি' আমায় বড় সুখ দিলা ॥ ৬৯ ॥
পূর্ব্বে বৃন্দাবন যাইতে করিলাঙ বিচার ।
মাতা, গঙ্গা, ভক্তগণে দেখিব একবার ॥ ৭০ ॥
ভক্তগণ-সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন ।
ভক্তগণে সঙ্গে লঞা যাব 'বৃন্দাবন' ॥ ৭১ ॥
এত ভাবি' গৌড়দেশে করিলুঁ গমন ।
মাতা, গঙ্গা, ভক্তে দেখি' সুখী হৈল মন ॥ ৭২ ॥
ভক্তগণে লঞা তবে চলিলাঙ রঙ্গে ।
লক্ষকোটি লোক তাঁহা হৈল আমা-সঙ্গে ॥ ৭৩ ॥

অনুভাষ্য

৪৮। আন—অন্যব্যক্তি।

৫৩। ভিল্লপ্রায়—সুসভ্য সমাজ হইতে পৃথক্ অর্থাৎ 'প্রায় অসভ্য'।

৫৫-৫৬। মধ্য, ৮ম পঃ ১১, ২৭৩ ও ২৭৬ সংখ্যা এবং ভাঃ ১০।৩০।৯ ও ১০।৩৫।৯ শ্লোক প্রভৃতি বিশেষভাবে আলোচ্য।

৬০। যে-স্থলে শৌক্রবিপ্রের অভাব, তথায় 'শূদ্রমহাজন' অর্থাৎ শৌক্রশূদ্র হইলেও যাঁহারা 'দৈক্ষ-ব্রাহ্মণাদি' মহাজন, তাঁহাদেরই গৃহে ভট্টাচার্য্যের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। শাঙ্কর-সন্ন্যাসিগণের বিধিমতে শৌক্রবিপ্রের গৃহ ব্যতীত অন্যত্র ভিক্ষা-গ্রহণের বিধি না থাকিলেও, যে-স্থানে বৈষ্ণব-বিপ্রের অভাব, তথায় শৌক্রসাবিত্র্য-জন্ম গণনা না করিয়া মহাপ্রভু 'বৈষ্ণবত্ব' বা শুদ্ধভক্তি লক্ষ্য করিয়াই দৈক্ষ্য-বিপ্রাদির দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সনাতন-মুখে কৃষ্ণ আমা শিখাইলা ।
তাহা বিঘ্ন করি' বনপথে লঞা আইলা ॥ ৭৪ ॥

কৃষ্ণকৃপা-মহিমোক্তি ঃ—

কৃপার সমুদ্র, দীন-হীনে দয়াময় ।
কৃষ্ণকৃপা বিনা কোন 'সুখ' নাহি হয় ॥" ৭৫ ॥

ভট্টের সেবায় প্রভুর কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন ঃ—

ভট্টাচার্য্যে আলিঙ্গিয়া তাঁহারে কহিল ।
"তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল ॥" ৭৬ ॥

ভট্টের দৈন্যোক্তি ও স্তব ঃ—

তেঁহো কহেন,—"তুমি 'কৃষ্ণ', তুমি 'দয়াময়' ।
অধম জীব মুঞি, মোরে হইলা সদয় ॥ ৭৭ ॥
মুঞি ছার, মোরে তুমি সঙ্গে লঞা আইলা ।
কৃপা করি' মোর হাতে 'প্রভু' ভিক্ষা কৈলা ॥ ৭৮ ॥
অধম-কাকেরে কৈলা গরুড়-সমান ।
'স্বতন্ত্র ঈশ্বর' তুমি—স্বয়ং ভগবান্ ॥" ৭৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১) ভাবার্থ-দীপিকায়—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্ ॥ ৮০ ॥

সেবাদ্বারা ভট্টের প্রভু-তোষণ ঃ—

এইমত বলভদ্র করেন স্তবন ।
প্রেমসেবা করি' তুষ্ট কৈল প্রভুর মন ॥ ৮১ ॥

কাশীতে আসিয়া প্রভুর মণিকর্ণিকায় স্নান ঃ—

এইমত নানা-সুখে প্রভু আইলা 'কাশী' ।
মধ্যাহ্ন-স্নান কৈল মণিকর্ণিকায় আসি' ॥ ৮২ ॥

তৎকালে তপনমিশ্রেরও স্নান এবং
প্রভুদর্শনে বিস্ময় ঃ—

সেইকালে তপনমিশ্র করে গঙ্গাস্নান ।
প্রভু দেখি' হৈল তাঁর বিস্ময় কিছু জ্ঞান ॥ ৮৩ ॥
'পূর্ব্বে শুনিয়াছি প্রভু কর্য্যাছেন সন্ন্যাস' ।
নিশ্চয় করিয়া, হৈল হৃদয়ে উল্লাস ॥ ৮৪ ॥

পরে হর্ষাশ্রু ঃ—

প্রভুর চরণ ধরি' করেন রোদন ।
প্রভু তারে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গন ॥ ৮৫ ॥

প্রভুকে লইয়া মিশ্রের বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধবদর্শন ঃ—

প্রভু লঞা গেলা বিশ্বেশ্বর-দরশনে ।
তবে আসি' দেখে বিন্দুমাধব-চরণে ॥ ৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮০। যাঁহার কৃপা বোবাকে (মূককে) বাচাল করিতে এবং পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করাইতে পারে, সেই 'পরমানন্দ-স্বরূপ' মাধবকে আমি বন্দনা করি।

অনুভাষ্য

৮০। যৎ (যস্য) কৃপা (অনুকম্পা) মূকং (বাক্শক্তিহীনমপি) বাচালং (বাক্পটুং কৃষ্ণকীর্ত্তনরতং) করোতি, পঙ্গুং (চলচ্ছক্তি-হীনমপি) গিরিং (পর্ব্বতং) লঙ্ঘয়তে (কৃষ্ণভজনায় অসাধ্য-মপি সাধয়তীত্যর্থঃ), পরমানন্দ-মাধবং (শ্রীবিষ্ণুস্বামিনোহন্বয়ং শ্রীপরমানন্দস্বামিনং স্বেষ্টদেবং শ্রীভগবন্তম্) অহং বন্দে।

৮২। কাশী—নামান্তর, 'বারাণসী' বা 'অবিমুক্ত', অতি প্রাচীন পুরী—"অসিশ্চ বরুণা যত্র ক্ষেত্ররক্ষাকৃতৌ কৃতে। বারাণসীতি বিখ্যাতা তদারভ্য মহামুনে। অসেশ্চ বরুণায়াশ্চ সঙ্গমং প্রাপ্য কাশিকা।।"*

মণিকর্ণিকা—বিষ্ণুকর্ণ হইতে, কাহারও মতে, শিবকর্ণ হইতে 'মণি' এই ঘাটে পতিত হওয়ায় ইহার নাম—'মণি-কর্ণিকা' ; কাহারও মতে—ভবরোগ-বৈদ্য বিশ্বনাথ কাশীবাসী মুমূর্ষু লোকের কর্ণে তারকব্রহ্ম 'রাম'নাম দিয়া তাহাকে ত্রাণ করেন বলিয়া, এই তীর্থের নাম 'মণিকর্ণিকা'। "নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং বারাণস্যাং বিশেষতঃ। তত্রাপি মর্ণিকর্ণাখ্যং তীর্থং বিশ্বেশ্বরপ্রিয়ম্।।" কাশী-খণ্ডে—"সংসারিচিন্তামণিরত্র যস্মাৎ তং তারকং সজ্জনকর্ণিকায়াম্। শিবোঽভিধত্তে সহসান্তঃকালে তদ্-গীয়তেঽসৌ মণিকর্ণিকেতি।। মুক্তিলক্ষ্মীমহাপীঠমণিস্তচ্চরণা-জয়োঃ। কর্ণিকেয়ং তত প্রাচুর্য্যাং জনা মণিকর্ণিকাম্।।"*

৮৬। বিন্দুমাধব—প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির ; অধুনা 'বেণীমাধব' নামে প্রসিদ্ধ মন্দির—'পঞ্চগঙ্গা'র উপরে অবস্থিত। 'পঞ্চনদী' অর্থাৎ ধূতপাপা, কিরণা, সরস্বতী, গঙ্গা ও যমুনা—এই পঞ্চনদীর মধ্যে কেবলমাত্র গঙ্গাই প্রকাশ্যভাবে প্রবহমানা। প্রাচীন বিন্দু-মাধব-মন্দিরকে,—যাহা শ্রীমহাপ্রভু দর্শন করেন, কথিত আছে 'হিন্দুবিদ্বেষী' মুঘল-সম্রাট্ আওরঙ্গজেব বিধ্বস্ত করিয়া একটী বৃহৎ মজীদ স্থাপন করেন। বর্ত্তমান মন্দিরের পার্শ্বেই প্রকাণ্ড প্রাচীন মজীদ।

শ্রীমন্দিরে চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ ও লক্ষ্মীদেবী-বিগ্রহ ও

** হে মহামুনে, সত্যযুগে বরুণা ও অসি (নদীদ্বয়) যে-সময়ে ক্ষেত্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন, কাশিকা সেইসময় হইতে আরম্ভ করিয়া বরুণা ও অসির সঙ্গম লাভ করিয়া 'বারাণসী' এই নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন।*

** যেহেতু এইস্থানে সংসারিগণের চিন্তামণি-স্বরূপ শ্রীশিব মৃত্যুকালে সহসা সজ্জনগণের কর্ণিকায় (কর্ণে) সেই তারকব্রহ্ম-নাম কীর্ত্তন করেন, সেহেতু এইস্থান 'মণিকর্ণিকা' এই নাম ধারণ করিয়াছে। আবার মুক্তিরূপা লক্ষ্মী এই মহাপীঠের মণিস্বরূপ। তাঁহার চরণকমলের ইহা কর্ণিকা বলিয়া মানবগণ ইহাকে মণিকর্ণিকা বলিয়া থাকেন।*

প্রভুকে স্বগৃহে আনয়ন ও প্রভু-লাভে মিশ্রের আনন্দ ঃ—

ঘরে লঞা আইলা প্রভুকে আনন্দিত হঞা ।
সেবা করি' নৃত্য করে বস্ত্র উড়াঞা ॥ ৮৭ ॥

সবংশে প্রভুপাদোদক-পান ও ভট্টকে সম্মান ঃ—

প্রভুর চরণোদক সবংশে কৈল পান ।
ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈল করিয়া সম্মান ॥ ৮৮ ॥

ভট্টদ্বারা প্রভুকে ভিক্ষা দান ঃ—

প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি' ঘরে ভিক্ষা দিল ।
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যে পাক করাইল ॥ ৮৯ ॥

আহারান্তে প্রভুর শয়ন, রঘুনাথের প্রভুপাদ-সম্বাহন ঃ—

ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু করিলা শয়ন ।
মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদসম্বাহন ॥ ৯০ ॥

সবংশে প্রভুর ভুক্তশেষ-গ্রহণ, চন্দ্রশেখরের আগমন ঃ—

প্রভুর 'শেষান্ন' মিশ্র সবংশে খাইল ।
'প্রভু আইলা' শুনি' চন্দ্রশেখর আইল ॥ ৯১ ॥

চন্দ্রশেখরের পরিচয় ঃ—

মিশ্রের সখা তেঁহো প্রভুর পূর্ব্ব দাস ।
বৈদ্যজাতি, লিখনবৃত্তি, বারাণসী-বাস ॥ ৯২ ॥

চন্দ্রশেখরের প্রভুকে দর্শন ও প্রণাম, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

আসি' প্রভু-পদে পড়ি' করেন রোদন ।
প্রভু তাঁরে কৃপায় উঠি' কৈল আলিঙ্গন ॥ ৯৩ ॥

চন্দ্রশেখরের প্রভুসমীপে স্বীয় দুঃখ নিবেদন ঃ—

চন্দ্রশেখর কহে,—"প্রভু, বড় কৃপা কৈলা ।
আপনে আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা ॥ ৯৪ ॥

হরিভজন-কথা-বিহীন কাশী—শুষ্ক মায়াবাদীর আবাস-স্থলী ঃ—

আপন-'প্রারব্ধে' বসি' বারাণসী-স্থানে ।
'মায়া', 'ব্রহ্ম' শব্দ বিনা নাহি শুনি কাণে ॥ ৯৫ ॥

মিশ্রকে মানদান ঃ—

ষড়্‌দর্শন-ব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা ।
মিশ্র কৃপা করি' মোরে শুনান কৃষ্ণকথা ॥ ৯৬ ॥

প্রভুর প্রতি কাতরোক্তি ঃ—

নিরন্তর দুঁহে চিন্তি তোমার চরণ ।
'সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর' তুমি দিলা দরশন ॥ ৯৭ ॥
শুনি'—'মহাপ্রভু' যাবেন শ্রীবৃন্দাবনে ।
দিন কত রহি' তার' ভৃত্য দুইজনে ॥" ৯৮ ॥

মিশ্রের প্রভুপ্রতি নিবেদন ঃ—

মিশ্র কহে,—"প্রভু, যাবৎ কাশীতে রহিবা ।
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবা ॥" ৯৯ ॥

ভক্তবশ ভগবান্ ঃ—

এইমত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের বশে ।
ইচ্ছা নাহি, তবু তথা রহিলা দিন-দশে ॥ ১০০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯০। তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথ—যিনি পরে 'ভট্ট গোস্বামী' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন—তিনি প্রভুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন।

৯২। লিখনবৃত্তি—পুঁথি নকল করিয়া অর্থোপার্জ্জন।

অনুভাষ্য

তৎসম্মুখে শ্রীগরুড়ের এবং পার্শ্বে শ্রীরাম-সীতা ও লক্ষ্মণাদি ও শ্রীহনুমানের শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান। বোম্বাই প্রদেশে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত সাতারা-জেলার দেশীয় করদ রাজ্য আউন্ধের বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ানুগত মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র 'প্রতিনিধি' শ্রীমন্ত বালাসাহেব পন্থ মহারাজই শ্রীবিগ্রহসেবার ও মন্দিরের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন। অদ্যাবধি প্রায় ২০০ বৎসর যাবৎ এই রাজবংশের হস্তে শ্রীবেণীমাধবের সেবা-ভার ন্যস্ত বলিয়া কথিত ; এই বংশীয় প্রথম সেবায়েত 'প্রতিনিধি'র নাম—মহারাজ জগজীবন রাও সাহেব।

৮৭। (তপনমিশ্রের) ঘরে—কাশীতে অবস্থানকালে শ্রীমন্ মহাপ্রভু অতি নিকটবর্ত্তী 'পঞ্চনদী-ঘাটে' স্নানাদি করিয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীবিন্দুমাধব-জীউর দর্শন করিতেন, তৎপর শ্রীতপন-মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। ঐ মন্দির হইতে কিছু দূরে যে-বটবৃক্ষের নিম্নে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশ্রাম করিতেন বলিয়া প্রবাদ, তাঁহার নাম-অনুসারে উহা পরে "চৈতন্যবট" এবং ক্রমশঃ "যতনবট" বলিয়া অদ্যাপি খ্যাত, শুনা যায়। বর্ত্তমানকালে তথায় একটী গলির ভিতর শ্রীবল্লভাচার্য্যেরই একটী সমাধিস্থান দেখা যায় ; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের কোন স্মৃতিচিহ্ন দেখা যায় না। বল্লভাচার্য্যও তাঁহার অনুগত ভক্তগণের নিকট 'মহাপ্রভু'-নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু 'যতনবটে' অবস্থান করিতেন, কিন্তু শ্রীচন্দ্রশেখরের ভবন, শ্রীতপনমিশ্রের গৃহ, মায়াবাদি-দলপতি প্রকাশানন্দ-সরস্বতীর স্থান প্রভৃতির চিহ্ন পর্য্যন্ত এখন লুপ্ত ; তবে কিয়দ্দূরে কলিকাতা-নিবাসী পরলোকগত শশিভূষণ নিয়োগী মহাশয়ের ভবনে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীঅর্চ্চা-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও শ্যালিকাপতি শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানেই বর্ত্তমান সেবা চলিতেছে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৮। তার'—উদ্ধার কর। ভৃত্য দুইজনে—চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্র, এই দুই জনকে।

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের আগমন ও প্রভুর আনুগত্য ঃ—

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র আইসে প্রভু দেখিবারে।
প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি' হয় চমৎকারে ॥ ১০১ ॥

প্রভুকে ভিক্ষা দিতে মায়াবাদী অবৈষ্ণব-বিপ্রের অযোগ্যতা ঃ—

বিপ্র সব নিমন্ত্রয়, প্রভু নাহি মানে।
প্রভু কহে,—"আজি মোর হঞাছে নিমন্ত্রণে ॥" ১০২ ॥

আচার্য্য-লীলাকারী প্রভুর মায়াবাদিসঙ্গ ত্যাগ ঃ—

এইমত প্রতিদিন করেন বঞ্চন।
সন্ন্যাসীর সঙ্গ-ভয়ে না মানেন নিমন্ত্রণ ॥ ১০৩ ॥

প্রকাশানন্দের বহুশিষ্যসঙ্গে মায়াবাদ-ব্যাখ্যা ঃ—

প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া।
'বেদান্ত' পড়ান বহু শিষ্যগণ লঞা ॥ ১০৪ ॥

তৎসমীপে এক বিপ্রের প্রভু-চরিত্র-বর্ণন ঃ—

এক বিপ্র দেখি' আইলা প্রভুর ব্যবহার।
প্রকাশানন্দ-আগে কহে চরিত্র তাঁহার ॥ ১০৫ ॥
"এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে।
তাঁহার মহিমা-প্রতাপ না পারি বর্ণিতে ॥ ১০৬ ॥

ঈশ্বর-লক্ষণসমূহ প্রভুতে বিরাজমান ঃ—

সকল দেখিয়ে তাঁতে অদ্ভুত-কথন।
প্রকাণ্ড-শরীর, শুদ্ধকাঞ্চন-বরণ ॥ ১০৭ ॥
আজানুলম্বিত ভুজ, কমল-নয়ন।
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব সল্লক্ষণ ॥ ১০৮ ॥

ভাগবত-কথিত ঈশ্বর বা মহাভাগবত-লক্ষণনিচয় প্রভুতে বিদ্যমান ঃ—

তাহা দেখি' জ্ঞান হয়—'এই নারায়ণ'।
যেই তাঁরে দেখে, করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥ ১০৯ ॥
'মহাভাগবত'-লক্ষণ শুনি ভাগবতে।
সে-সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে ॥ ১১০ ॥
'নিরন্তর কৃষ্ণনাম' জিহ্বা তাঁর গায়।
দুই-নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা-প্রায় ॥ ১১১ ॥
ক্ষণে নাচে, হাসে, গায়, করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে,—সিংহের গর্জ্জন ॥ ১১২ ॥

অলৌকিক-নামরূপগুণলীলাযুক্ত কৃষ্ণচৈতন্য ঃ—

জগৎমঙ্গল তাঁর 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম।
নাম, রূপ, গুণ তাঁর, সব—অনুপম ॥ ১১৩ ॥

অনুভাষ্য

৯৫। প্রারব্ধে—কাশী 'শৈব' বা পঞ্চোপাসকগণের সর্ব্বপ্রধান 'তীর্থ' হইলেও তথায় শ্রীহরিভজনের কথা না থাকায়, উহা গৌরভক্তের বসবাসের পক্ষে নিতান্ত অযোগ্য—(ভাঃ ৫।১৯।৩) ; সুতরাং চন্দ্রশেখর অতি-দুঃখের সহিত স্বীয় প্রাক্তন-দুষ্কৃতিফলেই তথায় বাস করিতেছেন, বলিলেন ; এস্থলে গর্হণার্থেই 'প্রারব্ধ' কথাটী ব্যবহৃত।

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ ১ম লঃ)—"দুর্জ্জাত্যারম্ভকং পাপং যৎ স্যাৎ প্রারব্ধমেব তৎ।" শুদ্ধভগবদ্ভক্ত আপনাকে প্রারব্ধ বা 'প্রাক্তন-কর্ম্মফলভুক্' বলিয়া অভিহিত করিলেও তিনি স্বয়ং অন্যান্য যমদণ্ড্য মর্ত্ত্যজীবের ন্যায় আদৌ শুভাশুভ-কর্ম্মফলভোগী নহেন। নিত্যসিদ্ধ বা সাধনসিদ্ধের ত' কথাই নাই , সাধকাবস্থাতেও জীবের সাধনভক্তি—'ক্লেশঘ্নী' ('পাপ', 'পাপবীজ' ও 'অবিদ্যা'—এই ত্রিবিধ-ক্লেশ-বিধ্বংসিনী) ; যথা পদ্মপুরাণে—"অপ্রারব্ধ-ফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্। ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্।।" ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ের "দুর্গম-সঙ্গমনী"টীকাও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

৯৬। ষড়্দর্শন—১। কণাদঋষি-কৃত 'বৈশেষিক'-দর্শন, ২। গৌতমঋষি-কৃত 'ন্যায়'-দর্শন, ৩। পতঞ্জলিঋষি-কৃত 'যোগ-দর্শন, ৪। কপিলঋষি-কৃত 'সাংখ্য' দর্শন, ৫। জৈমিনীঋষি-কৃত 'পূর্ব্ব-(কর্ম্ম) মীমাংসা', ৬। মহর্ষি বেদব্যাস-কৃত 'উত্তর- (ব্রহ্ম) মীমাংসা' বা 'বেদান্ত'।

৯৮। প্রভুর অতি নিকটে অবস্থান করিয়াও প্রভুর প্রতি অত্যন্ত সম্ভ্রমোক্তি।

১০০। দিন দশে—কাশীতে তপনমিশ্রের গৃহে প্রভুর এ-যাত্রায় (মধ্য ১ম পঃ ২৩৯ সংখ্যায়) চারি দিবস অবস্থানের কথা উল্লিখিত।

১০৪। প্রকাশানন্দ—শ্রীমহাপ্রভুর সমকালে কাশীবাসী এক-দণ্ডী শাঙ্করসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিবিশেষ। চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩য় অঃ—'হস্ত', 'পদ', 'মুখ' মোর নাহিক 'লোচন'। বেদ মোরে এইমত করে বিড়ম্বন।। কাশীতে পড়ায় বেটা 'প্রকাশানন্দ'। সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড।। বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে। সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে।। সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ—পবিত্র। 'অজ', 'ভব' আদি গায় যাঁহার চরিত্র।। 'পুণ্য' পবিত্রতা পায় যে-অঙ্গ-পরশে। তাহা 'মিথ্যা' বলে বেটা কেমন সাহসে।।" ঐ মধ্য ২০শ অঃ—"সন্ন্যাসী 'প্রকাশানন্দ' বসয়ে কাশীতে। মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভালমতে।। পড়ায় 'বেদান্ত', মোর 'বিগ্রহ' না মানে। কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে, তবু নাহি জানে।। 'সত্য' মোর লীলা-কর্ম্ম', সত্য মোর 'স্থান'। ইহা 'মিথ্যা' বলে,মোরে করে খান্-খান্।।" শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর

শ্রদ্ধাবানের ঈশ্বর-দর্শনেই তৎকৃপায় তচ্চেষ্টানুভব, শুধু তর্কপন্থায় শ্রবণ নিষ্ফলমাত্র ঃ—

দেখিলে সে জানি তাঁর 'ঈশ্বরের রীতি'।
অলৌকিক কথা শুনি' কে করে প্রতীতি??" ১১৪ ॥

প্রভুর চরিত-শ্রবণে তর্কপন্থী প্রকাশানন্দের প্রভুকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা অবজ্ঞা ঃ—

শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা।
বিপ্রে উপহাস করি' কহিতে লাগিলা ॥ ১১৫ ॥

স্বীয় মায়াবাদ-হলাহল-উদ্গার ঃ—

"শুনিয়াছি গৌড়দেশের সন্ন্যাসী—'ভাবুক'।
কেশব-ভারতী-শিষ্য, লোকপ্রতারক ॥ ১১৬ ॥
'চৈতন্য'-নাম তাঁর, ভাবুকগণ লঞা।
দেশে-দেশে, গ্রামে-গ্রামে বুলে নাচাঞা ॥ ১১৭ ॥
যেই তাঁরে দেখে, সেই ঈশ্বর করি' কহে।
ঐছে মোহন-বিদ্যা—যে দেখে, সে মোহে ॥ ১১৮ ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য—পণ্ডিত প্রবল।
শুনি' চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল ॥ ১১৯ ॥
'সন্ন্যাসী'—নাম-মাত্র, মহা-ইন্দ্রজালী!
'কাশীপুরে' না বিকাবে তাঁর ভাবকালি ॥ ১২০ ॥
'বেদান্ত' শ্রবণ কর, না যাইহ তাঁর পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল-লোক-সঙ্গে দুইলোক-নাশ ॥" ১২১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২০। ভাবকালি—ভাবুকের স্বভাব।

১২১। যে-সকল ব্যক্তি শাস্ত্রবিধির শৃঙ্খল উৎসন্ন করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে থাকিলে ইহলোক ও পরলোক, দুইলোকই নাশ পায়।

অনুভাষ্য

শ্রীগুরুদেব ও পূর্ব্বাশ্রমের খুল্লতাত শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীরামানুজীয়ারস্বামী শ্রীশ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী এবং ইনি কখনও 'এক' ব্যক্তি নহেন।

১১৬-১২১। ভাবুক—এস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম চমৎকারময় অপ্রাকৃত চিন্ময় ভাবের সহিত মনোধর্ম্মের অনুশীলনরত কৃত্রিম ও স্বল্পকালস্থায়ী উচ্ছ্বাস ও উচ্ছৃঙ্খলতাময় ভাবকে 'এক' বলিয়া জ্ঞান করায় মায়াবাদী প্রকাশানন্দের এই বিশেষণ-উক্তি। মায়াবাদী শুদ্ধভক্তের অপ্রাকৃত কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-নর্ত্তন-বাদনকেও প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-তোষণপর তৌর্য্যত্রিকের সহিত এক বা সমান এবং ষড়্রিপুদাস্যের ন্যায় ইন্দ্রিয়প্রচেষ্টা-মাত্র জ্ঞান করায় 'অপরাধী' বা 'পাষণ্ডী'-শব্দবাচ্য ; সুতরাং নিত্য স্বধর্ম্ম করায়

প্রভুনিন্দা-শ্রবণে বিপ্রের 'কৃষ্ণ'স্মরণপূর্ব্বক স্থান-পরিত্যাগ ঃ—

এত শুনি' সেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইলা।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' তথা হৈতে উঠি' গেলা ॥ ১২২ ॥

প্রভু-দর্শন ফলে শুদ্ধচিত্ত বিপ্রের প্রভু-সকাশে সমস্ত ঘটনা-বর্ণন ঃ—

প্রভুর দরশনে শুদ্ধ হঞাছে তাঁর মন।
প্রভু-আগে দুঃখী হঞা কহে বিবরণ ॥ ১২৩ ॥

প্রভুর ঈষদ্ধাস্য ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু তবে ঈষৎ হাসিলা।
পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা ॥ ১২৪ ॥

মায়াবাদীর প্রকৃতিসম্বন্ধি গৌণ-নামোচ্চারণেই যোগ্যতা, তুরীয় বৈকুণ্ঠ-নামোচ্চারণে অযোগ্যতা ঃ—

"তার আগে যবে আমি তোমার নাম লইল।
সেহ তোমার নাম জানে,—আপনে কহিল ॥ ১২৫ ॥
তোমার 'দোষ' করিতে করে নামের উচ্চার।
'চৈতন্য' 'চৈতন্য' করি' কহে তিনবার ॥ ১২৬ ॥

চিদ্বিলাসে অবিশ্বাস-হেতু মায়াবাদীর মুখে অবজ্ঞা-ভরেই শ্রীনাম উচ্চারিত হওয়ায় নামাপরাধ-হেতু উহা অশ্রাব্য ঃ—

তিনবারে 'কৃষ্ণনাম' না আইল তার মুখে।
'অবজ্ঞা'তে নাম লয়, শুনি' পাই দুঃখে ॥ ১২৭ ॥

অনুভাষ্য

কৃষ্ণানুশীলনের কৃষ্ণ-সম্বন্ধি উপকরণ-পরিত্যাগহেতু তিনি—"ফল্গু-বৈরাগী"।

১২৫। তার—প্রকাশানন্দের।

১২৬-১২৭। দোষ—নিন্দা। 'ব্রহ্ম', 'চৈতন্য', 'আত্মা', 'পরমাত্মা', 'জগদীশ', 'ঈশ্বর', 'বিরাট্', 'বিভু', 'ভূমা', 'বিশ্বরূপ', 'ব্যাপক' প্রভৃতি নাম ঐসকল নামগ্রহণকারীর প্রতীতিতে কৃষ্ণের ঔদার্য্য বা মাধুর্য্যের সূচনা না করিয়া ঐশ্বর্য্যের কথঞ্চিৎ সূচনা করায়, ঐ সকল নামে মুখ্যকৃষ্ণনাম-সমূহের প্রতীতির ন্যায় চৈতন্য-রসবিগ্রহত্বের স্ফূর্ত্তি নাই ; সুতরাং মায়াবাদী বা প্রকৃতির উপাসকগণ—চরমে তত্ত্ববস্তুর নির্ব্বিশেষত্ব বা চিদ্বিলাস-রাহিত্য অর্থাৎ তত্ত্ববস্তুর চিন্ময় নামরূপগুণলীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের অদ্বয়জ্ঞানত্বে অবিশ্বাস ও সংশয় পোষণ করায় (এবং) ভগবান্ কৃষ্ণের মুখ্যনামসমূহকেই একমাত্র 'সাধ্য' ও 'সাধন' বলিয়া শ্রদ্ধা না করায়,—মহা-অপরাধী। তাহাদের মুখে কোন পরমার্থকথা-শ্রবণ কোন নিত্য চরম-কল্যাণার্থীরই কর্ত্তব্য নহে।

প্রভু-সমীপে উহার কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি' ।
তোমা দেখি' মুখ মোর বলে 'কৃষ্ণ' 'হরি' ॥" ১২৮ ॥

মায়াবাদী—সেবা-বিবাদী বা অপরাধী, সুতরাং তন্মুখে কৃষ্ণনাম আসে না ঃ—

প্রভু কহে,—"মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী ।
'ব্রহ্ম' 'আত্মা' 'চৈতন্য' কহে নিরবধি ॥ ১২৯ ॥

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণবিগ্রহ ও কৃষ্ণস্বরূপের অদ্বয়জ্ঞানত্ব এবং জীবনাম, জীবমূর্ত্তি ও জীবস্বরূপের পার্থক্য-বর্ণন ঃ—

অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম ।
'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণস্বরূপ'—দুইত 'সমান' ॥ ১৩০ ॥
'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ ।
তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন 'চিদানন্দ-রূপ' ॥ ১৩১ ॥
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ' ।
জীবের ধর্ম্ম—নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ' ॥ ১৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণনামের স্বরূপ ঃ—
পদ্মপুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ ১৩৩ ॥

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণতনু ও কৃষ্ণবিলাস—অপ্রাকৃত, চিন্ময় ও স্বতঃপ্রকাশ ঃ—

অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস' ।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥ ১৩৪ ॥

কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা—একই বস্তু ঃ—

'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণগুণ', 'কৃষ্ণলীলা'বৃন্দ ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম—সব চিদানন্দ ॥ ১৩৫ ॥

অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা—শুদ্ধভক্তিদ্বারাই গ্রাহ্য, তর্কপন্থায় অক্ষজজ্ঞানে অগম্য ঃ—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥ ১৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৯-১৩২। প্রভু কহিলেন,—মায়াবাদী জীবতত্ত্বকে 'অপ্রাকৃত' না মানিয়া মায়াচ্ছন্ন-ব্রহ্মখণ্ডকে 'জীব' বলিয়া স্থির করে এবং ব্রহ্মকে 'নির্ব্বিশেষ' জানিয়া (সচ্চিদানন্দ) ভগবদ্-বিগ্রহকেও 'মায়াময়-বিগ্রহ' বলে। ইহাতেই মায়াবাদী কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকে 'অনিত্য' জানিয়া মহা-অপরাধী হইয়াছে। কৃষ্ণের 'মুখ্যনাম' পরিত্যাগ করিয়া 'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য' ইত্যাদি 'গৌণনাম' সকল উচ্চারণ করিয়া থাকে ; যদিও বা কখনও 'গোবিন্দ', 'মাধব', 'কৃষ্ণ' এই 'মুখ্যনাম'সকল তাহার মুখে বাহির হয়, তথাপি তাহার জ্ঞানদোষে (কৃষ্ণনামকে অবিশ্বাসবশতঃ অন্যান্য প্রাকৃত বা জাগতিক শব্দবিশেষ বলিয়া জ্ঞানহেতু তাহার মুখে) চিদ্বিগ্রহ কৃষ্ণের 'নাম' কখনই (বাহির) হয় না। বস্তুতঃ কৃষ্ণের নাম ও কৃষ্ণের স্বরূপ—দুইই চিদ্বস্তু, অর্থাৎ নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ —তিনই চিদানন্দময়। বদ্ধজীবের দেহটী—জীবরূপ 'দেহী' হইতে 'পৃথক্' এবং তাহার পিতৃদত্ত 'নাম'ও তাহার 'আত্মা' বা 'স্বরূপ' হইতে 'পৃথক্ ও জড়াশ্রিত'; কিন্তু কৃষ্ণে সেরূপ নহে, অর্থাৎ কৃষ্ণের যিনি 'দেহ' তিনিই 'দেহী', যিনি 'নাম' তিনিই 'নামী'। কৃষ্ণে মায়া বা মায়াপ্রসূত জড়সম্বন্ধ না থাকায় 'দেহ-দেহী' বা 'নাম-নামী'র মধ্যে ভেদ অসম্ভব ; বদ্ধজীবের পক্ষেই দেহ-দেহী বা নাম-নামীর (মধ্যে পার্থক্য বর্ত্তমান) অর্থাৎ জীবেই 'নাম' 'দেহ' ও 'স্বরূপে'র পরস্পর পৃথক্ ধর্ম্ম বিদ্যমান।

অনুভাষ্য

১২৯। মায়াবাদী—আদি, ৭ম পঃ ২৯ সংখ্যা এবং ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৩। কৃষ্ণনাম—চিৎস্বরূপ চিন্তামণিবিশেষ, তাহা কৃষ্ণ-চৈতন্য-রসের বিগ্রহস্বরূপ ; তাহা—পূর্ণ অর্থাৎ মায়িক-বস্তুর ন্যায় আবদ্ধ ও খণ্ড নয় ; তাহা—শুদ্ধ অর্থাৎ মায়া-মিশ্র নয় ; তাহা—নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা চিন্ময়, কখনও জড়সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় না ; যেহেতু নাম-নামীর স্বরূপে কোন ভেদ নাই।

১৩৬। অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা কখনও প্রাকৃত চক্ষুকর্ণাদির গ্রাহ্য নয় ; যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখনই অপ্রাকৃত জিহ্বাদি-ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণনামাদি স্বয়ংই স্ফূর্ত্তি লাভ করে।

অনুভাষ্য

১৩৩। নাম-নামিনোঃ (নাম চ নামী কৃষ্ণঃ চ তয়োঃ নাম্না সহ নামিনঃ কৃষ্ণস্য) অভিন্নত্বাৎ (ভেদাভাবাৎ) [কৃষ্ণ] নাম—চিন্তামণিঃ (সকল-সেবাভীষ্টপ্রদাতা), কৃষ্ণঃ (সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপঃ কৃষ্ণ এব), চৈতন্যরসবিগ্রহঃ (চিন্ময়রসমূর্ত্তিঃ, ন তু অচিজ্জড়-বৈরস্যাশ্রয়ঃ, তস্য মায়াতীতত্বাৎ, মায়ামিশ্রণ-যোগ্যতাভাবাৎ), পূর্ণঃ (মায়য়া খণ্ডনানর্হতনুঃ), শুদ্ধঃ (মায়য়াবিমিশ্রঃ, ব্যুদস্তমায়ঃ), নিত্যমুক্তঃ (সদা জড়াতীতঃ)।

১৩৪। কৃষ্ণের দেহ, কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের রূপ, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের বিলাস বা পরিকরবৈশিষ্ট্যাদি সচ্চিদানন্দময় বলিয়া সত্ত্বাদিগুণত্রয়াভিমানী জীবের জড়ীয় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শাদির গ্রাহ্য নহে অর্থাৎ জীবের ফলভোগপ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবস্তু নহে ; সমস্তই স্বতঃপ্রকাশবস্তু, নিত্য চিন্ময় ও আনন্দময়। গুণান্তর্গত জড়বস্তুর নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার মধ্যে

পরম-চমৎকার কৃষ্ণমাধুর্য্য—ব্রহ্মজ্ঞেরও আকর্ষক ঃ—

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস ।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ ॥ ১৩৭ ॥

কৃষ্ণলীলা-মাধুর্য্যাকৃষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মরাত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।১২।৬৯)—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্ ।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥ ১৩৮ ॥

পরম চমৎকার কৃষ্ণগুণ—আত্মারামেরও আকর্ষক ঃ—

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ ।
অতএব আকর্ষয় আত্মারামের মন ॥ ১৩৯ ॥

মুক্তপুরুষগণও কৃষ্ণপদে সমাকৃষ্ট ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ১৪০ ॥

কৃষ্ণচরণ-তুলসী ব্রহ্মজ্ঞেরও মনোহারিণী ঃ—

এই সব রহু—কৃষ্ণচরণ-সম্বন্ধে ।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে ॥ ১৪১ ॥

নারায়ণ-পদ-তুলসী ব্রহ্মজ্ঞ চতুঃসনেরও দেহ-মনের শুদ্ধসাত্ত্বিক-বিকারকারিণী ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৫।৪৩)—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ
কিঞ্জল্কমিশ্র-তুলসীমকরন্দবায়ুঃ ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ১৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৭। 'আমিই ব্রহ্ম'—এই বুদ্ধি যাঁহাদের উদিত হয়, তাঁহাদের মায়া-চিন্তা দূরীভূত হইয়া চিৎস্বরূপ-ব্রহ্মে অবস্থিতিরূপ একটু সুখোদয় হয় বটে ; কিন্তু, যাঁহারা কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা-রূপ চিন্ময় রস-বিলাস হৃদয়ে উদয় করাইতে পারেন, তাঁহারা 'ব্রহ্মানন্দ' হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ পূর্ণানন্দলীলারস ভোগ করেন। অতএব পূর্ণানন্দলীলারস-স্বরূপ কৃষ্ণলীলা সহসা ব্রহ্মজ্ঞানীকে আকর্ষণ করিয়া আত্মবশ করিয়া ফেলে।

১৩৮। যিনি প্রথমে ব্রহ্মসুখে নিভৃতচিত্ত ছিলেন এবং পরে সেই সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণের মাধুর্য্যময়লীলাকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধী তত্ত্বদীপ-স্বরূপ শ্রীভাগবতপুরাণ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই অখিল-পাপনাশী গুরুদেব ব্যাসপুত্র শ্রীশুককে আমি নমস্কার করি।

অনুভাষ্য

পরস্পর জড়ীয় পার্থক্য আছে, একত্ব নাই ; কিন্তু অধোক্ষজ কৃষ্ণে তাদৃশ 'ভেদ' নাই।

১৩৬। অতঃ (কৃষ্ণ-নামাদিনা সহ কৃষ্ণস্য প্রাকৃত-ভেদাভাবাৎ), শ্রীকৃষ্ণনামাদি (শ্রীকৃষ্ণনামরূপগুণলীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যম্) ইন্দ্রিয়ৈঃ (প্রাকৃতভোগপরৈর্নেত্রকর্ণনাসাজিহ্বা-ত্বগাদিভিঃ) গ্রাহ্যং (রূপশব্দগন্ধরসস্পর্শাদিবিষয়ীকৃতং) ন ভবেৎ (কর্হিচিৎ ন স্যাৎ)। (ননু অস্যৈবাধোক্ষজত্বাৎ সর্ব্বথেদং জড়-ভোগপরেন্দ্রিয়াণামলভ্যঞ্চ, তর্হি কথমেতৎ কীদৃশানাং জীবানামাশ্রয়িতব্যমিতি চেৎ, তত্রাহ—) সেবোন্মুখে (অপ্রাকৃতবুদ্ধ্যা শুদ্ধকৃষ্ণভজন-প্রবৃত্তে) জিহ্বাদৌ (শুদ্ধসত্ত্বময়ে ইন্দ্রিয়ে) হি (খলু) অদঃ (কৃষ্ণনামাদি) স্বয়মেব স্ফুরতি (প্রকটয়তি)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪২। সেই অরবিন্দ-নেত্র-ভগবানের পদকমলের কিঞ্জল্ক-মিশ্রিত তুলসীর মধুগন্ধযুক্ত বায়ু চতুঃসনের নাসিকা-রন্ধ্রযোগে অন্তর্গত হইয়া নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মপরায়ণ তাঁহাদিগের চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ উৎপন্ন করিয়াছিল।

অনুভাষ্য

১৩৮। শুশ্রূষু শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট শ্রীভাগবত-বর্ণন শেষ করিয়া মহাভাগবত শ্রীসূত-গোস্বামী স্বীয় গুরুদেব ব্রহ্মরাত শ্রীল শুক-গোস্বামীকে প্রণাম করিতেছেন,—

স্বসুখনিভৃতচেতাঃ (স্বস্য আত্মনঃ সুখেন নিভৃতং পূর্ণং চেতো যস্য সঃ, আত্মারাম ইত্যর্থঃ) তদ্ব্যুদস্তান্যভাবঃ (তৎ তেনৈব আত্মারামত্বেন ব্যুদস্তঃ সম্যগ্-দূরীকৃতঃ অন্যভাবো ব্রহ্মেতরে অন্যস্মিন্ বস্তুনি ভাবঃ রতিঃ যস্য তথাভূতঃ) অপি অজিত-রুচিরলীলাকৃষ্টসারঃ (অজিতস্য কৃষ্ণস্য রুচিরাভিঃ মনোজ্ঞাভিঃ লীলাভিঃ আকৃষ্টঃ সারঃ স্বসুখগতং স্থৈর্য্যং যস্য সঃ) যঃ তত্ত্বদীপং (পরমার্থভূত-বস্তু-প্রকাশকং) তদীয়ং (ভগবল্লীলাময়ং) পুরাণং (দশবিধলক্ষণময়-সন্দর্ভাত্মকং শ্রীমদ্ভাগবতং) কৃপয়া (লোকস্যা-জানতঃ হিতায়, সুকৃতিবতাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষয়া বা) ব্যতনুত (প্রকটিতবান্), তম্ অখিলবৃজিনঘ্নং (সর্ব্বপাপনুদং) ব্যাসসূনুং (দ্বৈপায়নাত্মজং বৈয়াসকীং শুকদেবং) নতঃ অস্মি (প্রণমামি)।

১৪০। মধ্য, ষষ্ঠ পঃ ১৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪২। মৈত্রেয়-বিদুর-সংবাদে দিতিগর্ভপ্রভাবে বিভীষিকা-ত্রস্ত দেবগণের নিকট ব্রহ্মা দিতির গর্ভস্থ অসুরদ্বয়ের আদি-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন,—পূর্ব্বে একদা ব্রহ্মর্ষি চতুঃসন বা কুমারগণ শ্রীনারায়ণ-দর্শনাভিলাষে বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিয়া সপ্তম-

মায়াবাদী নিত্য কৃষ্ণসেবা-বিরোধী বলিয়া শুদ্ধ-নামকীর্ত্তনে অনধিকারী ঃ—

অতএব 'কৃষ্ণনাম' না আইসে তার মুখে ।
মায়াবাদিগণ যাতে মহা বহির্ম্মুখে ॥ ১৪৩ ॥

প্রেমবন্যায় কাশী-প্লাবনার্থ প্রভুর আগমন ঃ—

ভাবকালি বেচিতে আমি আইলাঙ কাশীপুরে ।
গ্রাহক নাহি, না বিকায়, লঞা যাব ঘরে ॥ ১৪৪ ॥

লৌল্যমূল্যেই প্রভুর প্রেম-বিতরণ-প্রতিজ্ঞা ঃ—

ভারী বোঝা লঞা আইলাঙ, কেমনে লঞা যাব?
অল্প-স্বল্প মূল্য পাইলে, এথাই বেচিব ॥" ১৪৫ ॥

বিপ্রকে কৃপানন্তর প্রভুর মথুরায় যাত্রা ঃ—

এত বলি' সেই বিপ্রে আত্মসাৎ করি' ।
প্রাতে উঠি' মথুরা চলিলা গৌরহরি ॥ ১৪৬ ॥

তিনজনের প্রভুর অনুগমন ও প্রভুর আগ্রহে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

সেই তিন সঙ্গে চলে, প্রভু নিষেধিল ।
দূর হৈতে তিনজনে ঘরে পাঠাইল ॥ ১৪৭ ॥

তিনজনের একত্র প্রভুগুণ-গান ঃ—

প্রভুর বিরহে তিনে একত্র মিলিয়া ।
প্রভুগুণ গান করে প্রেমে মত্ত হঞা ॥ ১৪৮ ॥

প্রয়াগে আসিয়া স্নানান্তে বিন্দুমাধব-দর্শনে প্রভুর নর্ত্তন-কীর্ত্তন ঃ—

'প্রয়াগে' আসিয়া প্রভু কৈল নদী-স্নান ।
'মাধব' দেখিয়া প্রেমে কৈল নৃত্যগান ॥ ১৪৯ ॥

যমুনা-দর্শনে ব্রজলীলার উদ্দীপন-হেতু ঝম্পপ্রদান, ভট্টকর্ত্তৃক উত্তোলন ঃ—

যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া ।
আস্তে-ব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া ॥ ১৫০ ॥

প্রয়াগে তিনদিন লোকোদ্ধার ঃ—

এইমত তিনদিন প্রয়াগে রহিলা ।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥ ১৫১ ॥

মথুরার পথে লোকোদ্ধার ঃ—

'মুথরা' চলিতে পথে যথা রহি' যায় ।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায় ॥ ১৫২ ॥

দক্ষিণ-দেশের ন্যায় যুক্ত-প্রদেশকেও উদ্ধার ঃ—

পূর্ব্বে যেন 'দক্ষিণ' যাইতে লোক নিস্তারিলা ।
'পশ্চিম'-দেশে তৈছে সব 'বৈষ্ণব' করিলা ॥ ১৫৩ ॥

যমুনা-দর্শনমাত্র ঝম্পপ্রদান ঃ—

পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনা-দর্শন ।
তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন ॥ ১৫৪ ॥

মথুরা-দর্শনে প্রেমাবেশ ঃ—

মথুরা-নিকটে আইলা—মথুরা দেখিয়া ।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ১৫৫ ॥

বিশ্রাম-ঘাটে স্নান ও যোগপীঠে কেশব-দর্শন ঃ—

মথুরা আসিয়া কৈল 'বিশ্রাম-তীর্থে' স্নান ।
'জন্মস্থানে' 'কেশব' দেখি' করিলা প্রণাম ॥ ১৫৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৫। চিন্ময় নামরসের ভাজন—অতিশয় ভারী বোঝা ; পূর্ণ শ্রদ্ধা-মূল্যে তাহা আমি জীবের নিকট বিক্রয় করি। ব্যাপারীর পক্ষে এত ভারী বোঝা ফিরাইয়া লইয়া যাওয়াও সুকঠিন, সুতরাং অল্প-স্বল্প মূল্য অর্থাৎ শ্রদ্ধাভাসরূপ মূল্য পাইলেই এইস্থলে বেচিয়া যাইব।

১৪৯। মাধব—বেণীমাধব।

অনুভাষ্য

কক্ষায় 'জয়' ও 'বিজয়'-নামক দ্বারপালদ্বয়-কর্ত্তৃক নিবারিত হওয়ায়, (তাহাদের) ভেদবুদ্ধিজনিত হিংসা-প্রবৃত্তি-নিবন্ধন ক্রোধভরে তাহাদিগকে অসুর-যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিবার জন্য শাপ প্রদান করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ পদ্মনাভ তাহা জ্ঞাত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বয়ংই লক্ষ্মীর সহিত তথায় আগমন করায় ঋষিগণ স্বীয় ব্রহ্মসমাধির ফল আরাধ্যদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণকে পুরোবর্ত্তী দেখিয়া প্রণাম করিলে, তাঁহাদের ন্যায় আত্মারাম ব্রহ্মজ্ঞানীর ভাব-বিকার-বর্ণন,—

অরবিন্দনয়নস্য (পদ্মলোচনস্য) তস্য (ভগবতঃ) পদারবিন্দ-কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ (পদারবিন্দয়োঃ চরণকমলয়োঃ কিঞ্জল্কৈঃ কেশরৈঃ মিশ্রা যা তুলসী, তস্যাঃ মকরন্দেন সংযুক্তঃ সমীরণঃ) স্வবিবরেণ (নাসারন্ধ্রেণ) অন্তর্গতঃ (অন্তঃপ্রবিষ্টঃ সন্) অক্ষরজুষাং (নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মপরাণাম্ অপি) তেষাং (সনকাদীনাং কুমারাণাং) চিত্ততন্বোঃ (মনঃশরীরয়োঃ) সংক্ষোভং (চিত্তে হর্ষং দেহে রোমাঞ্চাদিকং) চকার (অজীজনৎ)।

১৪৫। অল্প-স্বল্প-মূল্য—কৃষ্ণসেবায় লৌল্য, লোভ বা রুচি; উহা আত্মসমর্পণ ব্যতীত লাভ করা যায় না। মধ্য, ৮ম পঃ ৭০ সংখ্যায় ধৃত পদ্যাবলী-শ্লোকটী এস্থলে আলোচ্য।

১৪৯। প্রয়াগ,—'প্রকৃষ্টঃ যাগঃ যাগফলং যস্মাৎ' ; তীর্থরাজ, গঙ্গা ও যমুনা-সঙ্গম বা 'ত্রিবেণী'—বর্ত্তমান এলাহাবাদ-দুর্গের কিছুদূরে প্রাচীন 'প্রতিষ্ঠানপুর' বা বর্ত্তমান 'ঝুঁসী'।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৬। বিশ্রামতীর্থ—প্রসিদ্ধ বিশ্রামঘাট ; জন্মস্থানে কেশব—শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে শ্রীকেশবজীর মূর্ত্তি।

প্রভুর প্রেমাবেশ-দর্শনে লোকের বিস্ময় ঃ—

প্রেমাবেশে নাচে, গায়, সঘনে হুঙ্কার ।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি' লোকে চমৎকার ॥ ১৫৭ ॥

একবিপ্রের প্রভুর আনুগত্যে প্রেমাবেশে নৃত্যগান ঃ—

একবিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া ।
প্রভু-সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ১৫৮ ॥

উভয়ের নর্ত্তন-কীর্ত্তন ঃ—

দুঁহে প্রেমে নৃত্য করি' করে কোলাকুলি ।
'হরি' 'কৃষ্ণ' কহে দুঁহে বলি বাহু তুলি' ॥ ১৫৯ ॥

লোকের কোলাহল, পূজারীর প্রভুগলে মালা-প্রদান ঃ—

লোক 'হরি' 'হরি' বলে, কোলাহল হৈল ।
'কেশব'-সেবক প্রভুকে মালা পরাইল ॥ ১৬০ ॥

প্রভুর প্রেমকে 'অলৌকিক' বলিয়া লোকের প্রতীতি ঃ—

লোকে কহে, প্রভু দেখি' হঞা বিস্ময় ।
ঐছে হেন প্রেম 'লৌকিক' কভু নয় ॥ ১৬১ ॥

অলৌকিকত্বের কারণ-নির্দ্দেশ ঃ—

যাঁহার দর্শনে লোকে প্রেমে মত্ত হঞা ।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, কৃষ্ণনাম লঞা ॥ ১৬২ ॥

নিশ্চয় সিদ্ধান্ত ঃ—

সর্ব্বথা নিশ্চিত—ইঁহো—কৃষ্ণ-অবতার ।
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার ॥ ১৬৩ ॥

সেই বিপ্রের প্রেমদর্শনে পরিচয়-জিজ্ঞাসা ঃ—

তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণে লঞা ।
তাঁহারে পুছিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া ॥ ১৬৪ ॥
"আর্য্য, সরল তুমি—বৃদ্ধব্রাহ্মণ ।
কাঁহা হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন ??" ১৬৫ ॥

স্বীয় গুরুদেব শ্রীমাধবেন্দ্রের পরিচয়-প্রদান ঃ—

বিপ্র কহে,—"শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরা-নগরী ॥ ১৬৬ ॥
কৃপা করি' তেঁহো মোর নিলয়ে আইলা ।
মোরে শিষ্য করি' মোর হাতে 'ভিক্ষা' কৈলা ॥ ১৬৭ ॥
গোপাল প্রকট করি' সেবা কৈল 'মহাশয়' ।
অদ্যাপিহ তাঁহার সেবা 'গোবর্দ্ধনে' হয় ॥" ১৬৮ ॥

গুরুজ্ঞানে প্রভুর বিপ্রকে বন্দনা, বিপ্রের ভয়
ও সম্ভ্রমভরে প্রভু-প্রণাম ঃ—

শুনি' প্রভু কৈল তাঁর চরণ-বন্দন ।
ভয় পাঞা প্রভু-পায় পড়িলা ব্রাহ্মণ ॥ ১৬৯ ॥

মর্য্যাদা-রক্ষক প্রভুর গুরুসমীপে দীনতা প্রদর্শন ঃ—

প্রভু কহে,—"তুমি 'গুরু', আমি 'শিষ্য'-প্রায় ।
'গুরু' হঞা 'শিষ্যে' নমস্কার না যুয়ায় ॥" ১৭০ ॥

বিপ্রের ভয় ও দৈন্য-জ্ঞাপন ঃ—

শুনিয়া বিস্মিত বিপ্র কহে ভয় পাঞা ।
"ঐছে বাত্ কহ কেনে সন্ন্যাসী হঞা ॥ ১৭১ ॥

প্রভুকে মাধবেন্দ্রসহ সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বিপ্রের অনুমান ঃ—

কিন্তু তোমার প্রেম দেখি' মনে অনুমানি ।
মাধবেন্দ্র-পুরীর 'সম্বন্ধ' ধর—জানি ॥ ১৭২ ॥

মাধবেন্দ্র-সম্বন্ধ ব্যতীত অন্যত্র কৃষ্ণপ্রেমা অলভ্য ঃ—

কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা, যাঁহা তাঁহার 'সম্বন্ধ' ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ ॥" ১৭৩ ॥

ভট্টকর্ত্তৃক প্রভুর গুরুপরিচয় প্রদান ঃ—

তবে ভট্টাচার্য্য তারে 'সম্বন্ধ' কহিল ।
শুনি' আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল ॥ ১৭৪ ॥

প্রভুকে স্বগৃহে আনয়ন ও সেবন ঃ—

তবে বিপ্র প্রভুরে লঞা আইলা নিজ-ঘরে ।
আপন-ইচ্ছায় প্রভুর নানা সেবা করে ॥ ১৭৫ ॥

বিপ্রের সদৈন্য ভট্টদ্বারা অন্নপাক, শুদ্ধভক্তির অনুকূল দৈব-
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালক প্রভুর যথার্থ শাস্ত্রতাৎপর্য্য-
কীর্ত্তনদ্বারা লোকশিক্ষা-প্রদান ঃ—

ভিক্ষা লাগি' ভট্টাচার্য্যে করাইলা রন্ধন ।
তবে মহাপ্রভু হাসি' বলিলা বচন ॥ ১৭৬ ॥

পুরীর কৃপালব্ধ বিপ্রগৃহে প্রভুর ভিক্ষাবিলাষ ঃ—

"পুরী-গোসাঞি তোমার ঘরে কর্য্যাছেন ভিক্ষা ।
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ,—এই মোর 'শিক্ষা' ॥"১৭৭॥

আচার্য্যের আচরণই লোকের আদর্শ ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৩।২১)—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ১৭৮ ॥

শৌক্রকুল-সম্বন্ধে সেই বিপ্র—অভোজ্যান্ন ঃ—

যদ্যপি 'সনোড়িয়া' হয় সেইত' ব্রাহ্মণ ।
সনোড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন ॥ ১৭৯ ॥

'বৈষ্ণব' বা শুদ্ধব্রাহ্মণজ্ঞানে তাঁহাকে পুরীর শিষ্যত্বে স্বীকার ঃ—

তথাপি পুরী দেখি' তাঁর 'বৈষ্ণব'-আচার ।
'শিষ্য' করি' তাঁর ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার ॥ ১৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৯। পশ্চিমদেশে বৈশ্যগণ কয়েকভাগে বিভক্ত,—'আগরওয়ালা', 'কালওয়ার', 'সানোয়াড়' ইত্যাদি। তন্মধ্যে

অনুভাষ্য

১৬৫-১৭৪। পূর্ব্বে প্রভুকেও পাণ্ঢরপুরে শ্রীরঙ্গপুরীর এইরূপ উক্তি—মধ্য, ৯ম পঃ ২৮৯ ও ২৯১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রভুর তদ্‌গৃহে ভোজনাভিলাষ-শ্রবণে বিপ্রের দৈন্যোক্তি ঃ—

মহাপ্রভু তাঁরে যদি 'ভিক্ষা' মাগিল ।
দৈন্য করি' সেই বিপ্র কহিতে লাগিল ॥ ১৮১ ॥

"তোমারে 'ভিক্ষা' দিব—বড় ভাগ্য সে আমার ।
তুমি—ঈশ্বর, নাহি তোমার বিধি-ব্যবহার ॥ ১৮২ ॥

বিপ্রের গৌরপ্রেম এবং অদৈব-বর্ণাশ্রমীকে গর্হণ ঃ—

'মূর্খ'-লোক করিবেক তোমার নিন্দন ।
সহিতে না পারিমু সেই 'দুষ্টে'র বচন ॥" ১৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আগরওয়ালাই অতিশুদ্ধ ; কালওয়ার, সানোয়াড় প্রভৃতি শ্রেণী—নিজ-নিজ কার্য্যদোষে পতিত। ঐ কালওয়ার ও সানোয়াড়দিগকে যাঁহারা যাজন করেন, তাঁহাদিগকেই 'সানোড়িয়া-ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি বলে। 'সানোয়াড়-শব্দে 'সুবর্ণবণিক', তাহাদের যাজক-ব্রাহ্মণেরাই 'সানোড়িয়া-(বর্ণ) ব্রাহ্মণ'। যাজনদোষে পতিত হওয়ায় সেই ব্রাহ্মণদিগের গৃহে সন্ন্যাসিগণ ভোজন করেন না।

অনুভাষ্য

১৭৮। আদি, ৩য় পঃ ২৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮২। মধ্য, ১০ম পঃ ১৩৬-১৪০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮৩। সেই শুদ্ধভক্ত বিপ্র শৌক্র-সম্বন্ধে জলাচরণীয় না হইলেও ভক্তির অনুকূল দৈব-বর্ণাশ্রমে ও সত্যে প্রতিষ্ঠা-হেতু তিনি নির্ভয়ে, মহাপ্রভুর ও শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল, বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধিকারী অদৈব-বর্ণাশ্রমী এবং মহাপ্রসাদে কুতর্ককারিগণকে 'মূর্খ' ও 'দুষ্ট' প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করিতে দ্বিধা করেন নাই, এইস্থলে তাঁহার দৈন্যপূর্ব্বক প্রচলিত বিষ্ণু-বিরোধী স্মার্ত্ত-সমাজের পদাবলেহন-চেষ্টা নাই।

১৮৪। একমত,—অদ্বয়-জ্ঞানের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত সত্য-ধর্ম্মই 'নিত্য' 'সনাতন' ও 'এক' ; তথায় 'উপেয়' বা 'সাধ্য' যেমন এক, 'উপায়' বা 'সাধন' বা 'পন্থা'ও তদ্রূপ 'এক' বা তদভিন্ন। 'ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম',—আত্মদর্শন ছাড়িয়া বহির্দর্শন-মূলে প্রত্যেক জীবের পরস্পর পৃথক্ দেহ ও মনের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম।

১৮৫। সাধু বা মহাজন,—মহদ্ব্যক্তিকে 'মহাজন' বলে। পারমার্থিক ও জাগতিক বিচারে 'মহৎ'-সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা বর্ত্তমান। বদ্ধজীবের মনোধর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের ধারণায় যাঁহারা তাহার ইন্দ্রিয়ভোগ্য এবং ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন-প্রদানকারী, তাঁহারাই 'মহাজন' বলিয়া তাহার নিকট বিবেচিত হন। ব্যবসায়ীর নিকট 'উত্তমর্ণ' মহাজন হইতে পারেন, ভোগপর কর্ম্মীর নিকট 'জৈমিন্যাদি-ঋষি' বা বিভিন্ন মতপোষক ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ ;

মনোধর্ম্মীর বিভিন্ন পথ-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"শ্রুতি, স্মৃতি, যত ঋষিগণ ।
সবে 'এক'-মত নহে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ॥ ১৮৪ ॥

লোকহিতার্থই সজ্জনের আচরণ, অতএব মাধবেন্দ্রের প্রদর্শিত পথই একমাত্র নিশ্চয়ার্থক বা বাস্তব-সত্যপ্রদ ঃ—

ধর্ম্ম-স্থাপন-হেতু সাধুর ব্যবহার ।
পুরী-গোসাঞির যে আচরণ, সেই ধর্ম্ম সার ॥" ১৮৫ ॥

অনুভাষ্য

চিত্তনিরোধাভিলাষিগণের নিকট 'পতঞ্জল্যাদি ঋষি' ; শুষ্কজ্ঞান-পন্থিগণের নিকট নিরীশ্বর কপিল, বশিষ্ঠ, দুর্ব্বাসা বা দত্তাত্রেয় প্রভৃতি কেবলাদ্বৈতবাদিগণ ; রজস্তমোগুণাশ্রিতগণের নিকট পাশব-বল-দৃপ্ত বিষ্ণুবিরোধকার্য্যে অতুলনীয় অধ্যবসায়ী হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও তৎপুত্র মেঘনাদ, জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ, একলব্য ও কর্ণাদি গুরুভক্তগণ ; যোষিৎ-সঙ্গপ্রিয় পুরুষাভিমানিগণের নিকট দক্ষাদি স্ত্রীপূজক প্রজাপতিগণ ; জাগতিক লোকের নিকট দৈহিক ও মানসিক রোগ, শোক, দুঃখ, ভয় বা ফল্গু অভাব-দূরীকরণে অভিলাষী বা অনুরাগি-ব্যক্তিগণ মহাজন বলিয়া বৃত হইতে পারেন ; প্রকৃতি-বিমোহিত জীবের নিকট বিষ্ণুসম্বন্ধ-বিহীন 'দার্শনিক', 'বৈজ্ঞানিক', 'ঐতিহাসিক', 'সাহিত্যিক', 'কবি', 'বাগ্মী, 'সমাজপতি' বা 'দেশনেতা' মহাজন বলিয়া নির্ণীত হইতে পারেন, আত্মবঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিকট পরমার্থভূত আত্মবৃত্তি ভগবদ্ভক্তিকে শুক্রশোণিতে আবদ্ধ বলিয়া বিশ্বাসী অর্থাৎ শুধু শৌক্র-বংশের দোহাই দিয়া আত্ম-জ্ঞান-জননী ভগবদ্ভক্তির বা গুরুত্বের দাবিকারি-বঞ্চক ও ভাড়াটিয়া অর্থগৃধ্নুগণ ; 'ঢঙ্গবিপ্রে'র ন্যায় শ্রীহরিদাসতুল্য যথার্থ সাধুর বিরোধী ও তাঁহার অপ্রাকৃত হরিভজন-চেষ্টার কৃত্রিম বহিরনুকরণ-কারিগণ ; বুজরুকী ও কুহক-বিদ্যাভিজ্ঞগণ ; পূতনা, তৃণাবর্ত্ত, বৎস, বক, অঘ, ধেনুক, কালীয়, প্রলম্ব প্রভৃতি অসুরগণ ; অথবা বিষ্ণু-বিরোধী পৌণ্ড্রক, শৃগাল-বাসুদেব, দৈত্যগুরু শুক্র, নাস্তিক চার্ব্বাক, বেণ, সুগত, অর্হৎ প্রভৃতি এবং গৌর-কৃষ্ণের বাস্তব-সত্যত্বে বা তাঁহার পরমেশ্বরত্বে অবিশ্বাসকারী বঞ্চকগণ তদনু-করণে আপনারাই অথবা বঞ্চিতদিগের বিষ্ণুবিরোধী মনোধর্ম্মের অনুকূল মনোহর বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক তাহাদের দ্বারা—নিজেদের অবতারত্ব প্রতিপাদন বা ঘোষণা করাইবার ইচ্ছা করিয়া মূর্খ বঞ্চিত দুর্ভাগার নিকট মহাজন বলিয়া কল্পিত হইতে পারেন। ফলতঃ, ভগবদ্ভক্তিহীনের নিকট ঐরূপ 'অন্যাভিলাষী', 'কর্ম্মী, 'শুষ্কজ্ঞানী', 'অভক্ত-যোগী' বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোভী ব্যক্তিগণ 'মহাজন' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন, সত্য ; কিন্তু

অনুভাষ্য

নিরস্ত-কুহক পরম-সত্য বা বাস্তব-বস্তুর প্রতিপাদনকারী নির্ম্মৎসর শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, (৬।৩।২৫)—"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোহয়ং দেব্যা বিমোহিত-মতির্বত মায়য়ালম্। ত্রয্যাং জড়ীকৃত-মতির্মধুপুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ।।" অর্থাৎ, জগতে যে-সকল কর্ম্মী 'মহাজন' বলিয়া প্রখ্যাত, সেই সকল ধর্ম্মবক্তৃগণ ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য জানেন না। তাঁহাদের বুদ্ধি—ত্রিগুণময়ী বৈষ্ণবী মায়াদ্বারা বিমোহিত ; তাই তাঁহারা বৈকুণ্ঠা ভগবদ্ভক্তিকে অনাদর করিয়া প্রকৃতির উপাসনামূলক বিস্তারশীল কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত এবং মায়াজালে আবদ্ধ। ঐসকল মহাজনের মতি—ঋক্-সাম-যজুর্ব্বেদের আপাতরমণীয় মধুর অর্থবাদ-বাক্যে জড়ীকৃত ; সেইসকল ব্যক্তি প্রাকৃত-লোকের ধারণায় 'মহাজন' বলিয়া কল্পিত হইলেও ইঁহারা পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের নিত্যসেবা-বুদ্ধিযুক্ত নহেন।

জগতের লোক 'কর্ম্মবীর' বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন, 'ধর্ম্মবীর' বলিয়া সম্মান পাইতে পারেন, 'জ্ঞানবীর' বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, 'বৈরাগ্য ও ত্যাগের আদর্শ' বলিয়া পূজিত হইতে পারেন ; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—(ভাঃ ৩।২৩।৫৬) "নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।" অর্থাৎ, এই জগতে যে কর্ম্মবীর 'ধর্ম্মে'র জন্য কর্ম্ম না করেন, যে ধর্ম্মবীর 'বিরাগে'র জন্য 'ধর্ম্ম' না করেন, যে ত্যাগবীর 'শ্রীবিষ্ণুপ্রীত্যর্থে ভোগত্যাগ' না করেন, সে ব্যক্তি—'জীবন্মৃত'। বস্তুতঃ, হরিতোষণের নামই 'সেবা' ; আর যে-কর্ম্মে, যে-ধর্ম্মে, যে-ত্যাগে শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রীতি বা সম্বন্ধ নাই, তাহা দেশের সেবা, দশের সেবা, সমাজের সেবা, শৌক্র-বংশ বা জাতিগত অদৈব-বর্ণাশ্রমের সেবা, রোগীর সেবা, দরিদ্রের সেবা, নির্ধনের সেবা বা ধনবানের সেবা, স্ত্রীজাতির সেবা, নানা-দেবসেবা প্রভৃতি 'শ্রেষ্ঠ গুণ-সম্পৎ' বা 'প্রাতঃস্মরণীয় কার্য্য'-নামে জগতে প্রচারিত থাকিলেও তাহা প্রকৃতপক্ষে 'ইন্দ্রিয়তোষণ' বা 'ভোগ'। জগতের দুর্ভাগ্য—জীবের নিকট এই প্রকার ইন্দ্রিয়তোষণের ইন্ধনপ্রদাতৃগণই, এইরূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পোষক বক্তা, প্রচারক বা শাস্ত্রকারগণই 'মহাজন' বলিয়া বিখ্যাত!

প্রকৃত্যাশ্রিত-বুদ্ধিযুক্ত, বাহ্যজগৎ-দর্শনকারী, ইন্দ্রিয়দাস ভবরোগগ্রস্ত জীব তাঁহার বিকৃতবুদ্ধিদ্বারা প্রকৃত মহাজনকে বুঝিতে বা চিনিয়া লইতে পারেন না ; কেননা তাঁহার বুদ্ধি সর্ব্বদাই ভ্রমাদি চারিটী-দোষে দুষ্ট।

অনাদিকাল হইতে রক্ত, মাংস বা শুক্রাদি সপ্তধাতুবিশিষ্ট কুণপে 'আত্ম'-বুদ্ধি ও রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গড্ডালিকাপ্রবাহের ন্যায় অক্ষজজ্ঞান-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। ঐ প্রকার প্রাকৃত-

অনুভাষ্য

সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের ন্যায় মহাজনের বাক্যকেও অনাদর করিয়া, মহাজনের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া, মহাজনকে 'অনুদার' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া নিজের অসুবিধা নিজে বরণ করিয়া লইতেছে ; কেহ বা তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণমূলা ধারণানুযায়ী কল্পিত-মহাজন সৃষ্টি করিয়া ব্যভিচার, লাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা, কুটীনাটী, জীবহিংসা প্রভৃতি অসংখ্য অপরাধজনক কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

বাস্তবিক পক্ষে—প্রকৃত 'মহাজন' নির্ণীত না হইলে জীবের কোন চেষ্টাই সুফলপ্রসূ হইতে পারে না। মহাজনের স্বরূপ-নির্ণয়ে—মধ্য ২৫শ পঃ ৫৪-৫৭ সংখ্যায়—'পরমকারণ 'ঈশ্বরে' কেহ নাহি মানে। স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে।। তা'তে ছয়দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি। 'মহাজন', যেই কহে সেই সত্য মানি।। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী অমৃতের ধার। তেঁহো যে কহয়ে 'বস্তু', সেই তত্ত্ব-সার।।" অর্থাৎ সাঙ্খ্য-পাতঞ্জলাদি দর্শন কেহই প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া মানেন না ; এক কথায়—তাঁহারা সকলেই 'প্রচ্ছন্ন' বা 'অপ্রচ্ছন্ন'' নাস্তিক, অর্থাৎ কেহই 'আস্তিক' নহেন ; তাঁহারা কেবল নিজ-নিজ-মতবাদের বাহাদুরী প্রদর্শন করিবার জন্য তর্কদ্বারা পরমত-খণ্ডন ও স্ব-স্ব-মতবাদ-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র ; সুতরাং ঐসকল শাস্ত্রের উপদেষ্টৃগণ জগতে 'মহাজন' বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহারা 'মহাজন' নহেন—তাঁহারাই অত্যন্ত 'সঙ্কীর্ণ' ও 'অনুদার'।

এই কথা শ্রবণ করিয়া ঐ সকল তথা-কথিত মহাজনের ভক্তগণ তাঁহাদের প্রাকৃত অক্ষজজ্ঞানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শুদ্ধভক্তের চরণে অপরাধ করিয়া বলিবেন,—"ইহা 'গোঁড়ামী'-মাত্র"! তাঁহাদের ধারণা,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু বা শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের অন্যতম একটী মহাজন মাত্র! সুতরাং তাঁহারা প্রাকৃত-সহজধর্ম্মের চিন্তা-স্রোতে নিমগ্ন হইয়া চিজ্জড়সমন্বয়বাদী হইয়া যে ঐ প্রকারই সিদ্ধান্ত করিবেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ ও আশ্চর্য্য কি? কিন্তু যাঁহাদের অপ্রাকৃত স্বরূপধর্ম্ম জাগরিত হইয়াছে, তাঁহারা সেই স্বরূপ-ধর্ম্মের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া প্রত্যেক জীবেরই স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ। মহাভাগবত বা পরমহংসেরই অধোক্ষজ-দর্শন বা সুদর্শন, অতএব সেই নিষ্কিঞ্চনগণই একমাত্র প্রকৃত 'মহাজন'। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীও নিষ্কিঞ্চন মহাজন, তাঁহার আচরণে কোনও প্রকার মৎসরতা বা লোকবঞ্চনা নাই ; তিনি আচরণ করিয়া যাহা প্রচার করিয়াছেন, তৎপ্রদর্শিত সেই দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে আদর্শ-জ্ঞানে অনুগমন করিলেই যে নিঃশ্রেয়সার্থী জীবের নিশ্চয়ই মঙ্গল-লাভ ঘটিবে, তাহা মহাপ্রভু দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক শিক্ষা দিলেন।

শুদ্ধভক্তের পথই অনুসরণীয় ঃ—

মহাভারতে বনপর্ব্ব (৩১৩।১১৭)—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥১৮৬

বিপ্র-গৃহে প্রভুর ভিক্ষা ঃ—

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
মধুপুরীর লোক-সব প্রভুকে দেখিতে আইল ॥ ১৮৭ ॥

অসংখ্য লোকের প্রভুদর্শন ঃ—

লক্ষ-সংখ্য লোক আইসে, নাহিক গণন।
বাহির হঞা প্রভু দিল দরশন ॥ ১৮৮ ॥

প্রভুর কীর্ত্তনে সকলের নৃত্য ঃ—

বাহু তুলি' বলে প্রভু 'হরিবোল'-ধ্বনি।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক করি' হরিধ্বনি ॥ ১৮৯ ॥

যমুনার ২৪ ঘাটে স্নানানন্তর প্রভুর বিপ্র-প্রদর্শিত দ্রষ্টব্য-স্থানসমূহ দর্শন ঃ—

যমুনার 'চব্বিশ-ঘাটে' প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান ॥ ১৯০ ॥

স্বয়ম্ভু বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর।
মহাবিদ্যা, গোকর্ণাদি দেখিলা বিস্তর ॥ ১৯১ ॥

সেই বিপ্রসঙ্গে দ্বাদশবন দর্শন ঃ—

'বন' দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল।
সেইত ব্রাহ্মণে প্রভু সঙ্গেতে লইল ॥ ১৯২ ॥
মধুবন, তাল, কুমুদ, বহুলা-বন গেলা।
তাঁহা তাঁহা স্নান করি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ১৯৩ ॥

গো-পাল দর্শন ও ব্রজলীলা-স্মৃতিতে প্রেমাবেশ ঃ—

পথে গাভীঘটা চরে প্রভুরে দেখিয়া।
প্রভুকে বেড়য় আসি' হুঙ্কার করিয়া ॥ ১৯৪ ॥
গাভী দেখি' স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব-অঙ্গে ॥ ১৯৫ ॥
সুস্থ হঞা প্রভু করে অঙ্গ-কণ্ডূয়ন।
প্রভু-সঙ্গে চলে, নাহি ছাড়ে ধেনুগণ ॥ ১৯৬ ॥
কষ্টে-সৃষ্টে ধেনু সব রাখিল গোয়াল।
প্রভুকণ্ঠধ্বনি শুনি' আইসে মৃগীপাল ॥ ১৯৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৬। তর্ক সহজেই প্রতিষ্ঠা-শূন্য, শ্রুতিসকলও ভিন্ন ভিন্ন, যাঁহার মত ভিন্ন নয়, তিনি 'ঋষি'ই হইতে পারেন না ; এতন্নিবন্ধন ধর্ম্মতত্ত্ব গূঢ়রূপে আচ্ছাদিত আছে অর্থাৎ শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব পাওয়া কঠিন। সুতরাং যাঁহাকে 'মহাজন' বলিয়া সাধুগণ স্থির করিয়াছেন, তিনি যে-পন্থাকে 'শাস্ত্র-পন্থা' বলিয়াছেন, সেই পথেই অপর সকল ব্যক্তির গমন করা উচিত।

১৯০। যমুনার ২৪ ঘাট,—(১) অবিমুক্ত, (২) অধিরূঢ়, (৩) গুহ্যতীর্থ, (৪) প্রয়াগতীর্থ, (৫) কনখলতীর্থ, (৬) তিন্দুক, (৭) সূর্য্যতীর্থ, (৮) বটস্বামী, (৯) ধ্রুবঘাট, (১০) ঋষিতীর্থ, (১১) মোক্ষতীর্থ, (১২) বোধতীর্থ, (১৩) গোকর্ণ, (১৪) কৃষ্ণগঙ্গা, (১৫) বৈকুণ্ঠ, (১৬) অসিকুণ্ড, (১৭) চতুঃসামুদ্রিক-কূপ, (১৮) অক্রূরতীর্থ, (১৯) যাজ্ঞিক-বিপ্রস্থান, (২০) কুব্জাকূপ, (২১) রঙ্গস্থল, (২২) মঞ্চস্থল, (২৩) মল্লযুদ্ধ-স্থান ও (২৪) দশাশ্বমেধ।

১৯২। বন—দ্বাদশবন ; শ্রীযমুনার পূর্ব্বভাগে—ভদ্রবন, বিল্ববন, লৌহবন, ভাণ্ডীর-বন ও মহাবন—এই পাঁচটী। যমুনার পশ্চিমভাগে—মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খদিরবন ও বৃন্দাবন—এই সাতটী।

অনুভাষ্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।৩।১৯-২১)—'দ্বাদশজন' মহাজনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কলিযুগে ভগবদ্ভক্তি-প্রচারক শুদ্ধবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চারিজন আচার্য্যই 'মহাজন'। অস্মৎসম্প্রদায়ে গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীদামোদরস্বরূপই মূল 'মহাজন'। তদভিন্ন-কলেবর পরমতত্ত্ব-শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তম শ্রীরূপ-সনাতন বা শ্রীরূপানুগ সাধুজনগণ—সকলেই 'মহাজন'। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর অনুগত শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধরস্বামীও 'মহাজন'। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব—ইঁহারা সকলেই 'মহাজন'। কিন্তু যাঁহারা এইসকল মহাজনে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া অর্থাৎ ইঁহাদিগের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে ইঁহাদিগকে স্ব-স্ব তুচ্ছ স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্ররূপে মাপিয়া লইতে বা 'গুরুর উপর গুরুগিরি করিতে' ধাবিত হন, সেইসকল দুর্ভাগা ব্যক্তি ঐ সকল মহাজন হইতে বহুদূরে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়তর্পণ বা মায়া-দাস্যই তাঁহাদের নিকট 'কল্পিত মহাজনে'র মূর্ত্তি লইয়া উপস্থিত হয় এবং তাঁহাদিগকে ছলনা করিয়া তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়কে প্রকৃত সত্যপথ হইতে আবৃত করিয়া বিক্ষিপ্ত করে। সুতরাং শুদ্ধভগবদ্ভক্তের চেষ্টা কখনও তাঁহাদিগের প্রাকৃত-বুদ্ধির ধারণার বিষয় হয় না।

১৮৬। (বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ' ইতি পাঠান্তরঞ্চ দৃশ্যতে)। তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠঃ (অস্থিরঃ নাচলঃ), শ্রুতয়ঃ অপি বিভিন্নাঃ (অধিকারভেদেন বিরোধপ্রদর্শনপরাঃ) ; অসৌ ঋষিঃ ন [বাচ্যঃ] যস্য মতং (সিদ্ধান্তঃ) ভিন্নং ন [আসীৎ] ; [এবম্বিধে তর্কপ্রধান-যুগে] ধর্ম্মস্য (সনাতন-জৈবধর্ম্মস্য) তত্ত্বং গুহায়াং

প্রভু-দর্শনে মৃগদম্পত্তির সুখ ঃ—

মৃগ-মৃগী মুখ দেখি' প্রভু-অঙ্গ চাটে ।
ভয় নাহি করে, সঙ্গে যায় বাটে-বাটে ॥ ১৯৮ ॥

প্রভু-দর্শনে পক্ষিগণের কল-নাদ ও হর্ষ ঃ—

শুক, পিক, ভৃঙ্গ প্রভুরে দেখি' 'পঞ্চম' গায় ।
শিখিগণ নৃত্য করি' প্রভু-আগে যায় ॥ ১৯৯ ॥

বৃক্ষ-লতারও পুলকাশ্রু-বর্ষণ ঃ—

প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের বৃক্ষ-লতাগণে ।
অঙ্কুর-পুলক, মধু-অশ্রু বরিষণে ॥ ২০০ ॥
ফুল-ফল ভরি' ডাল পড়ে প্রভু-পায় ।
বন্ধু দেখি' বন্ধু যেন 'ভেট' লঞা যায় ॥ ২০১ ॥

প্রভু-দর্শনে স্থাবর, জঙ্গম, সকলেরই হর্ষ ও প্রভুসহ ক্রীড়া ঃ—

প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম ।
আনন্দিত—বন্ধু যেন দেখে বন্ধুগণ ॥ ২০২ ॥
তা-সবার প্রীতি দেখি' প্রভু ভাবাবেশে ।
সবা-সনে ক্রীড়া করে, হঞা তার বশে ॥ ২০৩ ॥
প্রতি বৃক্ষ-লতা প্রভু করেন আলিঙ্গন ।
পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ ॥ ২০৪ ॥

কৃষ্ণপ্রেমে প্রমত্ত প্রভু ঃ—

অশ্রু-কম্প-পুলক-প্রেমে শরীর অস্থিরে ।
'কৃষ্ণ' বল, 'কৃষ্ণ' বল বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥ ২০৫ ॥

প্রভুর কৃষ্ণকীর্ত্তনে সকলেরই কৃষ্ণধ্বনি ঃ—

স্থাবর-জঙ্গম মিলি' করে কৃষ্ণধ্বনি ।
প্রভুর গম্ভীর-স্বরে যেন প্রতিধ্বনি ॥ ২০৬ ॥

মৃগসঙ্গে প্রভুর প্রেমক্রন্দন ঃ—

মৃগের গলা ধরি' প্রভু করেন রোদনে ।
মৃগের পুলক অঙ্গে, অশ্রু নয়নে ॥ ২০৭ ॥

কৃষ্ণ ও রাধার স্বপক্ষে শুক-শারীর গান-শ্রবণ ঃ—

বৃক্ষডালে শুক-শারী দিল দরশন ।
তাহা দেখি' প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন ॥ ২০৮ ॥
শুক-শারিকা প্রভুর হাতে উড়ি' পড়ে ।
প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের গুণ-শ্লোক পড়ে ॥ ২০৯ ॥

শুকের কৃষ্ণগুণ-গান ঃ—

গোবিন্দলীলামৃতে (১৩।২৯)—

সৌন্দর্য্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং লীলা রমাস্তম্ভিনী
বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যমমলাঃ পারে-পরার্দ্ধং গুণাঃ ।
শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনমহো যস্যায়মস্মৎপ্রভু-
র্বিশ্বং বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতাৎ কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ ॥ ২১০ ॥

শুক-মুখে শুনি' তবে কৃষ্ণের বর্ণন ।
শারিকা পড়য়ে তবে রাধিকা-বর্ণন ॥ ২১১ ॥

শারীর রাধিকা-গুণ-গান ঃ—

গোবিন্দলীলামৃতে (১৩।৩০)—

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা স্বরূপতা
সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী ।
গুণালিসম্পৎ কবিতা চ রাজতে
জগন্মনোমোহন-চিত্তমোহিনী ॥ ২১২ ॥

পুনঃ শুক কহে,—কৃষ্ণ 'মদনমোহন' ।
তবে আর শ্লোক শুক করিল পঠন ॥ ২১৩ ॥

অনুভাষ্য

(সাধারণ-লোক-লোচনাগোচর-শুদ্ধসজ্জনসম্প্রদায়ৈক-হৃদ্-গহ্বরে) নিহিতং (পিহিতং লুক্কায়িতম্; অতঃ) যেন (সৎপথেন) মহাজনঃ (পূর্ব্বতমঃ অধোক্ষজাচ্যুত-সেবকঃ সজ্জনঃ) গতঃ (প্রাপ্তঃ) স (এব) পন্থাঃ (শুদ্ধমার্গঃ)।

২১০। যস্য (কৃষ্ণস্য) সৌন্দর্য্যং (মনোহররূপং) ললনালি-ধৈর্য্য-দলনং (ললনালীনাং ব্রজাঙ্গনাসমূহানাং ধৈর্য্যং দলয়িতুং শীলং যস্য তৎ), যস্য লীলা (চিদ্বিলাসময়ী ক্রীড়া) রমা-স্তম্ভিনী (রমাং স্তম্ভয়িতুং ক্ষোভয়িতুং শীলং যস্যাঃ সা), যস্য বীর্য্যং (পরাক্রমঃ) কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যং (কন্দুকিতঃ কন্দুকীকৃতঃ অদ্রিবর্য্যঃ গিরিরাজঃ গোবর্দ্ধনঃ যেন তৎ), যস্য পারে-পরার্দ্ধং (পরার্দ্ধস্য পারং গতাঃ অপরিমেয়াঃ ইত্যর্থঃ) অমলাঃ (দোষরহিতাঃ) গুণাঃ, অহো যস্য শীলং (চরিতং) সর্ব্বজনানুরঞ্জনং (সর্ব্বেষাং জনানাং ভক্তানাম্ অনুরঞ্জনম্ আনন্দ-বিধায়কং) সঃ অয়ম্ অস্মৎপ্রভুঃ (মাদৃশদাসানাম্ একগতিঃ) বিশ্বজনীনকীর্ত্তিঃ (সর্ব্বজনানাং হিতায়

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১০। শ্রীশুক বলিলেন,—যাঁহার সৌন্দর্য্য রমণীগণের ধৈর্য্য হরণ করে, যাঁহার লীলা লক্ষ্মীদেবীকে স্তম্ভিত করে, যাঁহার বীর্য্য গোবর্দ্ধনগিরিকে কন্দুকতুল্য খেলার সামগ্রী করায়, যাঁহার অমল গুণসকল—পরার্দ্ধাতীত, যাঁহার শীলধর্ম্ম সর্ব্বজনের অনুরঞ্জন করে, সেই আমার প্রভু বিশ্বজনীন-কীর্ত্তি জগন্মোহন কৃষ্ণ বিশ্বকে পালন করুন।

২১২। শারী কহিলেন,—শ্রীমতী রাধিকার প্রিয়তা, স্বরূপতা, সুশীলতা, নৃত্য-গানচাতুরী, কবিত্ব ইত্যাদি গুণরাজী জগন্মনো-মোহন কৃষ্ণের চিত্তবিমোহিনী হইয়া শোভা পাইতেছে।

অনুভাষ্য

কীর্ত্তিঃ যশঃ যস্য সঃ) জগন্মোহনঃ (ভুবন-সুন্দরঃ) কৃষ্ণঃ বিশ্বম্ অবতাৎ (রক্ষতু)।

২১২। শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা (প্রেম), স্বরূপতা (অসাধারণ-সৌন্দর্য্যং, স্বম্ আত্মানং রূপয়তে নিরূপয়তে যেন তৎ,

শুকের গান,—কৃষ্ণই 'মদনমোহন'—

গোবিন্দলীলামৃতে (১৩।৩১)—

বংশীধারী জগন্নারী-চিত্তহারী স শারিকে।

বিহারী গোপনারীভির্জীয়ান্মদনমোহনঃ ॥ ২১৪ ॥

পুনঃ শারী কহে শুকে করি' পরিহাস।

তাহা শুনি' প্রভুর হৈল বিস্ময়-প্রেমোল্লাস ॥ ২১৫ ॥

শারীর গান,—কৃষ্ণের মদনমোহনত্বের মূলে শ্রীরাধা ঃ—

গোবিন্দলীলামৃতে (১৩।৩২)—

রাধা-সঙ্গে যদা ভাতি তদা 'মদনমোহনঃ'।

অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং 'মদনমোহিতঃ' ॥ ২১৬ ॥

ময়ূর-দর্শনে প্রভুর কৃষ্ণরূপ-স্মৃতি ও মূর্চ্ছা ঃ—

শুক-শারী উড়ি' পুনঃ গেল বৃক্ষডালে।

ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে ॥ ২১৭ ॥

ময়ূরের কণ্ঠ দেখি' প্রভুর কৃষ্ণকান্তি-স্মৃতি হৈল।

প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িল ॥ ২১৮ ॥

ভট্টাচার্য্য-সহ ব্রাহ্মণের প্রভুকে শুশ্রূষা ঃ—

প্রভুরে মূর্চ্ছিত দেখি' সেই ত' ব্রাহ্মণ।

ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে করে প্রভুর সন্তর্পণ ॥ ২১৯ ॥

আস্তে-ব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্ব্বাস।

জলসেক করে অঙ্গে, বস্ত্রের বাতাস ॥ ২২০ ॥

প্রভুর কর্ণে কৃষ্ণনামোচ্চারণ, প্রভুর চেতন ও অবলুণ্ঠন ঃ—

প্রভু-কর্ণে কৃষ্ণনাম কহে উচ্চ করি'।

চেতন পাঞা প্রভু যা'ন গড়াগড়ি ॥ ২২১ ॥

ভট্টের যত্নে প্রভু সুস্থ ঃ—

কণ্টক-দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।

ভট্টাচার্য্য কোলে করি' প্রভুরে সুস্থ কৈল ॥ ২২২ ॥

প্রেমাবেশে প্রভুর হরিধ্বনি ঃ—

কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন।

'বোল্' 'বোল্' করি' উঠি' করেন নর্ত্তন ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণনামকীর্ত্তন, প্রভুর যাত্রা ঃ—

ভট্টাচার্য্য, সেই বিপ্র 'কৃষ্ণনাম' গায়।

নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি' যায় ॥ ২২৪ ॥

বিপ্রের বিস্ময় ও প্রভুর জন্য চিন্তা ঃ—

প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি' ব্রাহ্মণ—বিস্মিত।

প্রভুর রক্ষা লাগি' বিপ্র হইলা চিন্তিত ॥ ২২৫ ॥

পুরী হইতে বৃন্দাবন-যাত্রার পথে অধিকতর প্রেমাবেশ ঃ—

নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন।

বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শতগুণ ॥ ২২৬ ॥

তদপেক্ষা মথুরা-দর্শনে, তদপেক্ষা বৃন্দাবন-ভ্রমণে অধিকতর প্রেম ঃ—

সহস্রগুণ প্রেম বাড়ে মথুরা-দরশনে।

লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে, ভ্রমেণ যবে বনে ॥ ২২৭ ॥

সাক্ষাৎ বৃন্দাবনে আসিয়া অনুক্ষণ গাঢ়-কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন ঃ—

অন্য-দেশে প্রেম উছলে 'বৃন্দাবন'-নামে।

সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে ॥ ২২৮ ॥

অভ্যাসে দৈনিক কৃত্যাদি-সমাপন ঃ—

প্রেমে গরগর মন রাত্রি-দিবসে।

স্নান-ভিক্ষাদি-নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে ॥ ২২৯ ॥

প্রভুর ঐ প্রেম অবর্ণনীয় ঃ—

এইমত প্রেম, যাবৎ ভ্রমিল 'বার' বন।

একত্র লিখিলুঁ, সর্ব্বত্র না যায় বর্ণন ॥ ২৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১৪। শুক কহিলেন,—হে শারিকে, সেই বংশীধারী জগন্নারী-চিত্তহারী গোপনারী-বিহারী মদনমোহন জয়যুক্ত হউন।

২১৬। শারী পরিহাস করিয়া উত্তর করিল,—কৃষ্ণ যখন রাধার সহিত শোভা পান, তখনই তিনি—'মদনমোহন'; শ্রীরাধা সঙ্গে না থাকিলে বিশ্বমোহন হইয়াও তিনি স্বয়ংই মদনকর্ত্তৃক মোহিত হন।

অনুভাষ্য

মহাভাবস্বরূপং বা), সুশীলতা (শোভনং শীলং সুচরিতং) নর্ত্তন-গানচাতুরী (নর্ত্তনং গানঞ্চ তয়োঃ চাতুরী নৈপুণ্যং বৈদগ্ধ্যং বা) গুণালি-সম্পৎ (গুণানাং আলী শ্রেণী, সৈব সম্পত্তিঃ), কবিতা (কবিত্বং)—সর্ব্বা চ জগন্মনোমোহন-চিত্তমোহিনী (জগন্মনো-মোহনস্য ভুবনমোহনস্য কৃষ্ণস্য মনোমোহিনী আনন্দিনী এব) রাজতে (বিরাজতে)।

অনুভাষ্য

২১৪। হে শারিকে, বংশীধারী (মুরলীধরঃ) জগন্নারীচিত্তহারী (জগতাং চতুর্দ্দশভুবনানাং নারীণাং চিত্তচৌরঃ) গোপনারীভিঃ (ব্রজাঙ্গনাভিঃ সার্দ্ধং) বিহারী (কেলিরতঃ), সঃ (প্রসিদ্ধঃ) মদনমোহনঃ জীয়াৎ (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততাম্)।

২১৬। হে শুক, যদা কৃষ্ণঃ রাধাসঙ্গে ভাতি (বিরাজতে) তদা [এব] স কৃষ্ণঃ—'মদনমোহনঃ'; অন্যথা (রাধাসঙ্গরহিতঃ সন্ স কৃষ্ণঃ) স্বয়ম্ [এব] বিশ্বমোহঃ (বিশ্বমোহনঃ) অপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ (মদনেন কন্দর্পেণ মোহিতঃ—"ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণ-ব্রণখিন্নমানসঃ" ইতি ন্যায়াৎ)।

২১৯। সন্তর্পণ—সযত্নে সেবা।

ইতি অনুভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ভগবান্ শেষেরও প্রভুর বৃন্দাবন-ভ্রমণকালীন প্রেমবর্ণনে অসামর্থ্য ঃ—

বৃন্দাবনে হৈল প্রভুর যতেক প্রেমের বিকার ।
কোটি-গ্রন্থে 'অনন্ত' লিখেন তাহার বিস্তার ॥ ২৩১ ॥

এই পরিচ্ছেদে তাহার দিগ্‌দর্শন বর্ণিত মাত্র ঃ—

তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ ।
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌দরশন ॥ ২৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩৩। পাথার—জলবৃদ্ধিরূপ বন্যা।

কৃষ্ণপ্রীতির গাঢ়ত্বের পরিমাণানুসারে কৃষ্ণচৈতন্য-লীলা-বন্যার স্পর্শ ঃ—

জগৎ ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে ।
যাঁর যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে ॥ ২৩৩ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনগমনং নাম সপ্তদশ-পরিচ্ছেদঃ ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—আরিট্-গ্রামে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড আবিষ্কার-পূর্ব্বক মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনে 'হরিদেব' দর্শন করিলেন। গোবর্দ্ধনের উপরে উঠিয়া গোপাল-দর্শন করিবেন না, এইজন্য অন্নকূটগ্রাম হইতে ম্লেচ্ছভয়ের 'ছল' বাহির করিয়া গোপাল গাঠোলী-গ্রামে আসিলেন। তথায় গিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। ভক্তবর শ্রীরূপগোস্বামীকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দিবার জন্য গোপাল তাঁহার অনেকদিন পরে মথুরায় বিঠ্‌ঠলেশ্বর মন্দিরে আসিয়া 'একমাস' ছিলেন—এই প্রস্তাব কবিরাজ-গোস্বামী এইস্থলে লিখিয়াছেন। মহাপ্রভু নন্দীশ্বর, পাবন-সরোবর, শেষশায়ী, মেলা-তীর্থ, ভাণ্ডীর-বন, ভদ্রবন, লৌহবন, মহাবন ইত্যাদি দর্শন করিলেন এবং গোকুল দর্শন করিয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অক্রূরঘাটে বাসা করিয়া প্রতিদিন বৃন্দাবনে গিয়া কালীয়-হ্রদ, দ্বাদশাদিত্য-ঘাট, কেশীঘাট, রাসস্থলী, চীরঘাট, আম্‌লিতলা ইত্যাদি দর্শন করিতে লাগিলেন। কালীয়-হ্রদে রাত্রিতে মৎস্যধারী ধীবরকে 'কৃষ্ণ' ভ্রমে অনেক লোক আসিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া বিবর্ত্তবুদ্ধি দূর হওয়ায় সকলের কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইলে প্রভু সন্ন্যাসীর অর্থাৎ জীবের চিৎকণত্ব স্থাপন করিলেন। অক্রূরঘাটে অনেকক্ষণ ডুবিয়া থাকায় বলভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে ব্রজমণ্ডল হইতে প্রয়াগে লইয়া যাইবার জন্য স্থির করিলেন। 'সোরো-ক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রয়াগ যাইবেন' এই চিন্তা করিয়া যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কোন গ্রামে পাঠান ঘোড়সোয়ারগণকে লইয়া আসিতে আসিতে বিজলী-খাঁ প্রভুকে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত দেখিল। 'তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া মারিয়া তাঁহার ধন লইতেছে',—এইকথা বলিয়া সে প্রভুর সঙ্গিগণকে বাঁধিয়া ফেলিল। প্রভুর প্রেমাবেশ-ভঙ্গ হইলে বিজলী-খাঁর দলের জনৈক ম্লেচ্ছাচার্য্যের সহিত কথোপকথন ও শাস্ত্রবিচার হইলে প্রভু 'কোরাণ'-শাস্ত্র হইতেই 'কৃষ্ণভক্তি' স্থাপন করিলেন। বিজলী-খাঁ ও তাঁহার অনুগত সোয়ারগুলি মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করত 'কৃষ্ণভক্ত' হইলেন। সেইস্থানে এখনও 'পাঠান-বৈষ্ণবের গ্রাম' বলিয়া একটী গ্রাম দেদীপ্যমান। সোরোতে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভু ত্রিবেণীতে পৌঁছিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

বৃন্দাবন-ভ্রমণকারী গৌরসুন্দর ঃ—

বৃন্দাবনে স্থিরচরান্নন্দয়ন্ স্বাবলোকনৈঃ ।
আত্মানঞ্চ তদালোকাদ্‌গৌরাঙ্গঃ পরিতোঽভ্রমৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। বৃন্দাবনে স্বীয় দর্শন দান করিয়া স্থাবর-জঙ্গমকে আনন্দপ্রদান করত এবং তাহাদিগকে দর্শন করিয়া, স্বয়ং

অনুভাষ্য

১। গৌরাঙ্গঃ বৃন্দাবনে স্বাবলোকনৈঃ (স্বস্য অবলোকনৈঃ চক্ষুর্ভিঃ) স্থিরচরান্ (স্থাবরান্ জঙ্গমাংশ্চ) তদালোকাৎ (স্থাবরা-